বাংলাদেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল ২০১৯

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল ২০১৯

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে
জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য এবং সেইফটি কাউন্সিল কর্তৃক
অনুমোদিত

সেপ্টেম্বর ২০১৯

বাংলাদেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল ২০১৯

প্রকাশক :

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ নজরুল ইসলাম সরণি

বিজয় নগর, ঢাকা- ১০০০

ফোন : +৮৮ ০২৮৩৯১৩৪৮

ইমেইল : ig@dife.gov.bd

ওয়েব সাইট : www.dife.gov.bd

সহায়তায় :

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

প্রকাশের তারিখ :

আগষ্ট, ২০২২ (১ জুলাই, ২০২১ প্রকাশিত মূল ইংরেজী হতে অনূদিত)

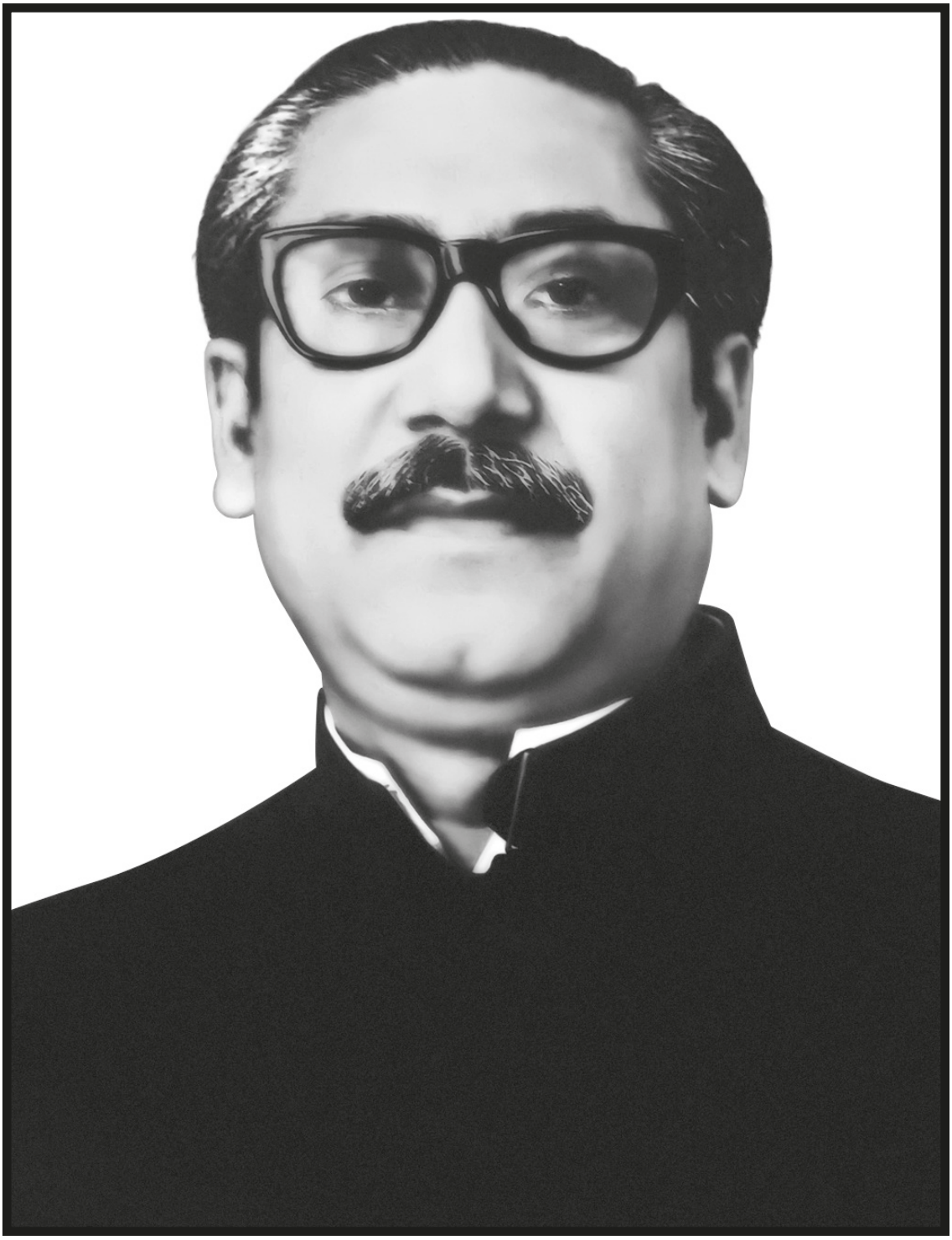

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ক্ষেত্রটি বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্ব জুড়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইলটি চুড়ান্ত করেছে। বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিত তথ্য এবং সুপারিশ প্রদানের পাশাপাশি এই জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইটি দেশের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য অনুশীলনের একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরবে।

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইলের উদ্দেশ্য হলো মালিক, শ্রমিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের বাংলাদেশের পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন এবং বিধি-বিধান কাঠামো ও কৌশল সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা। পেশাগত দূর্ঘটনা, পেশাগত দূর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ, সেইফটি কমিটি, সেইফটি উপকরন, কর্মক্ষেত্রে ডে কেয়ার কেন্দ্র, শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধাসমূহের পাশাপাশি পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার তথ্য ও এই প্রোফাইলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আমাদের সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সেইফটি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রবিধানসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে শোভন কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইলটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি এ সম্পর্কিত অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থাগুলিকে একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় সমস্যাসমূহ নিরসন করতে সহায়তা করবে। একটি তথ্যবহুল পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইল তৈরি ও প্রকাশনায় সরকারকে সহায়তা করার জন্য আমি আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (ILO) প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি এই প্রোফাইলটি চূড়ান্ত করার সাথে জড়িত সম্মানিত সদস্যদের মূল্যবান অবদান এবং প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।

পরিশেষে, আমি বাংলাদেশ জুড়ে শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ স্থাপনের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে (DIFE) ধন্যবাদ জানাই।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সকল কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) বাংলাদেশে জাতীয় পেশাগত সেফটি এবং স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ক প্রোফাইল প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইলে বাংলাদেশের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্যের (OSH) বর্তমান অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। এটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আইন, সম্পদ, অবকাঠামো এবং পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কিত বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতি নির্দেশ করে। বাংলাদেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) কমপ্লায়েন্সকে ভালভাবে বোঝার জন্য জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইল, ২০১৯-এ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত আইন, নীতি এবং বিধানগুলির সারসংক্ষেপ করা হয়েছে, প্রোফাইলটি পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত জাতীয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাগুলি, সামাজিক সেইফটি ও বীমার জন্য পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিধান, OSH -এর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, প্রচারমূলক কর্মকান্ড এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছে।

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল একটি কার্যকর জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নির্মাণ প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যক প্রাথমিক উদ্যোগ। এই প্রোফাইলটি দেশের বর্তমান পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং আগামী বছরগুলিতে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এর জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরীর ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার SDG লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি সহজতর হবে। নিয়মিত হালনাগাদের মাধ্যমে, পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইল সময়ে সময়ে অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি উপকরন হিসাবে কাজ করবে।

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল তৈরী ও প্রকাশের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য আমি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এই তথ্যসমৃদ্ধমূলক পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল প্রস্তুত করার অসাধারণ প্রয়াসের জন্য DIFE কর্মকর্তাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রকাশনা বাংলাদেশের শ্রম খাতের সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য উপযোগী হবে।

কে.এম আব্দুস সালাম

মহাপরিদর্শক
(অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পেশাগত সেফটি এবং স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইল প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশের জন্য পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইলটি দেশের পেশাগত সেফটি এবং স্বাস্থ্য (OSH) অনুশীলনের একটি বড় প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন এবং OSH সংক্রান্ত এর তথ্য সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল, ২০১৯-এ দেশের OSH সম্পর্কিত আইন ও বিধিবিধান কাঠামো ও কৌশল এবং পরিদর্শন, অভিযোগ, সেইফটি কমিটি, দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই প্রোফাইলটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাকারী, সরকারের নির্বাহী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারগণকে সমগ্রদেশে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে সহায়তা করবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইল প্রকাশের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পেরে আনন্দিত।

বাংলাদেশের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল, ২০১৯ তৈরিতে মূল্যবান অবদানের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চাই।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

International Labour Organization

জাতীয় পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্য প্রোফাইল (২০১৯) বাংলাদেশের বিদ্যমান নীতি, আইন, প্রতিষ্ঠান এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছে। এটি আন্তর্জাতিক পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্যের মানদন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তার সকল নাগরিকদের কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণপত্র।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আইএলও সামাজিক অংশীদার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইলটি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন অধিদপ্তর দ্বারা খসড়া করা হয়েছে। এটি সরকার, মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বারা ত্রিপাক্ষিক প্রেক্ষাপটে অনুমোদন করা হয়েছিল।

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইলের উদ্দেশ্য হল নীতি, পরিকল্পনা এবং দিকনির্দেশের আরও উন্নয়নের জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করে যেন সারা দেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্যকে বিস্তৃত করা যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য এর একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কৌশলগত এবং প্রযুক্তিগত বাস্তব অবস্থাকে অবহিত করবে, যা পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণে সহায়তা করবে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য এর কার্যকর পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য, কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে তৈরি পোশাক খাতের উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আইএলওর ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশের সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এই কর্মসূচীটি নীতিগত কাঠামো এবং জাতীয় শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সরঞ্জাম ও নির্দেশিকা বিকাশে সহায়তা করে। এই সমন্বিত প্রচেষ্টা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সব সক্ষমতা ও সম্পদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। যা কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সেইফটির অবস্থার উন্নতি করছে যা কর্মরত শ্রমিকদের সেইফটি নিশ্চিত করছে। এই বিষয়গুলো পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইলে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে এই অগ্রগতি অবশ্যই শক্তিশালী এবং টেকসই হওয়া উচিত। আইএলও বাংলাদেশে একটি প্রতিরোধমূলক পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও উন্নয়ন অংশীদারদের জোটের সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে যার মধ্যে একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশের অধিকার তৈরী ও উন্নতি করতে সহায়তা করবে।

টুমো পোউটিয়াইনিন
কান্ট্রি ডাইরেক্টর
বাংলাদেশস্থ আইএলও কান্ট্রি অফিস

সূচীপত্র

১ ভূমিকা ২৩
২ পটভূমি ২৬
৩ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) আইন ও বিধি-বিধান কাঠামো ২৮
৩.১ বাংলাদেশের সংবিধান ২৮
৩.২ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১৩ ২৮
৩.৩ বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬ ২৯
৩.৪ অন্যান্য নীতি ও আইন ২৯
৩.৫ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিধানের সারসংক্ষেপ ২৯
৩.৫.১ পেশাগত দুর্ঘটনা, ঝুঁকি এবং রোগ ২৯
৩.৫.১.১ কর্মক্ষেত্রে সেইফটি ২৯
৩.৫.১.২ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ৩০
৩.৫.১.৩ কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ এবং বিপদ প্রতিরোধ ৩১
৩.৫.১.৪ রোগ প্রতিরোধ ও সুরক্ষা ৩২
৩.৫.১.৫ রেকর্ড রাখা এবং পরিকল্পনা ৩২
৩.৫.১.৬ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের উদ্যোগ ৩৩
৩.৫.১.৭ সচেতনতা বৃদ্ধি ৩৩
৩.৫.২ সেইফটি সরঞ্জামাদি এবং সুবিধা ৩৪
৩.৫.২.১ ব্যক্তিগত সেইফটি সরঞ্জামাদি ৩৪
৩.৫.২.২ ভবন ও যন্ত্রপাতির সেইফটি ৩৫
৩.৫.২.৩ অগ্নিনির্বপক যন্ত্রপাতি এবং জরুরী বহির্গমন ৩৫
৩.৬ কর্মক্ষেত্রে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ৩৫
৩.৬.১ স্বাস্থ্য সেবা এবং চিকিৎসা ৩৫
৩.৬.২ মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং চিকিৎসা সেবা ৩৬
৩.৬.৩ অন্যান্য সুবিধাসমূহ ৩৬
৪. জাতীয় কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উদ্যোগ ৩৭
৪.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) ৩৭
৪.২ শ্রম অধিদপ্তর (DOL) ৩৮
৪.৩ শ্রম আদালত ৩৯
৪.৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ৩৯
৪.৫ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (BFSCD) ৩৯
৪.৬ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের দপ্তর ৩৯
৪.৭ বিস্ফোরক পরিদপ্তর ৪০
৪.৮ পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE) ৪১

৪.৯ গণপূর্ত বিভাগ ৪১
৪.১০ আরএমজি সেক্টরে অগ্নি এবং ভবন সেইফটির জন্য জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি ৪১
৪.১১ জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল ৪২
৪.১২ নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪২
৪.১৩ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এর উপর আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ৪২
৪.১৩.১ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ৪৩
৪.১৩.২ অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কাস সেইফটি ৪৩
৪.১৩.৩ বাংলাদেশে অগ্নি ও ভবন সেইফটি বিষয়ক চুক্তি ৪৩
৪.১৩.৪ জিআইজেড (GIZ) ৪৩
১৩.৫ ড্যানিশ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট অথরিটি (DWEA) ৪৩

৫. সামাজিক নিরাপত্তা ও বীমা ৪৪

৬. পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ৪৫
৬.১ প্রশিক্ষণ, গবেষণা, এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) উপর শিক্ষা ৪৫
৬.২ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ইন্সটিটিউট ৪৬

৭. পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ৪৭

৮. প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ ৪৯
৮.১ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) দিবস উদযাপন ৪৯
৮.২ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ভালো অনুশীলন পুরস্কার ৪৯
৮.৩ শিশু শ্রম নির্মূল ৪৯
৮.৪ লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা (Ensuring Gender Equality) ৫০

৯. মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম ৫১
৯.১ বাংলাদেশ এমপ্লোয়ার্স ফেডারেশন (Bangladesh Employers Federation) ৫১
৯.২ শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি ৫২

১০. DIFE এর পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ক তথ্য ৫৩
১০.১ শ্রম পরিদর্শন সংখ্যা ৫৩
১০.২ পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত শ্রম আইনের লঙ্ঘনসমূহ ৫৩
১০.৩ লঙ্ঘনের জন্য দায়ের করা আইনী মামলা ৫৫
১০.৪ দূর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ ৫৬
১০.৫ শিশুশ্রম সমস্যা ৫৭
১০.৬ প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ৫৮
১০.৭ শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার) ব্যবস্থা ৫৯
১০.৮ সেইফটি কমিটি ৫৯
১০.৯ উদ্বুদ্বকরণ সভা ৬০
১০.১০ পরিদর্শন এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ৬০

শব্দ সংক্ষেপ এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ

চুক্তি (অ্যার্কড) (Accord)	বাংলাদেশে অগ্নি ও ভবন সেইফটিয় চুক্তি
জোট	বাংলাদেশে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য জোট
বিসিএসআইআর (BCSIR)	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
বিইপিজেডএ (BEPZA)	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরন অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
বিআইএলএস (BILS)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
বিজিএমইএ (BGMEA)	বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদনকারক এবং রপ্তানীকারক সংগঠন
বিআইএম (BIM)	বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট
বিএলএ (BLA)	বাংলাদেশ শ্রম আইন
বিএলএফ (BLF)	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
বিএলআর (BLR)	বাংলাদেশ শ্রম বিধি
বিএনবিসি (BNBC)	বাংলাদেশ জাতীয় ভবন নির্মান কোড
বিওআই (BOI)	বিনিয়োগ বোর্ড
বিএসবিএ (BSBA)	বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এসোসিয়েশন
বিএসটিআই (BSTI)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট
বিইউএইচএস (BUHS)	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস
কম্প্যাক্ট	ইইউ সাসটেইনাবল কম্প্যাক্ট ফর বাংলাদেশ
ডিআইএফই (DIFE)	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
ডিওএল (DOL)	শ্রম অধিদপ্তর
ডিপিএইচই (DPHE)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ডিআরটিএমসি (DRTMC)	দূর্যোগ গবেষণা প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র
ডিডব্লিউআরএন (DWRN)	গৃহ কর্মী অধিকার নেটওয়ার্ক
ডিডব্লিউইএ (DWEA)	ড্যানিশ ওয়ার্কিং এন ইনভারনমেন্ট অথরিটি

ইপিবি (EPB)	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো
ইপিজেড (EPZ)	রপ্তানী প্রক্রিয়াকরন অঞ্চল
এফএসসিডি (FSCD)	ফায়াস সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
জিআইজেড (GIZ)	ডাটচে গেসেলচাফটফুর ইন্টারন্যাশনালি জুসামিনারবিট
জিওবি (GoB)	বাংলাদেশ সরকার
জিবিভি (GBV)	জেন্ডার ভিত্তির সহিংসতা
আইএলও (ILO)	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
আইআরআই (IRI)	শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠান
জেআইডিপিইউএস (JIDPUS)	জাপান ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার প্রিভেনশন এন্ড আরবান সেইফটি
এলআইএমএ (LIMA)	শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা আবেদন
এলডব্লিউসি (LWC)	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
এমওএলই (MoLE)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এনএপি (NAP)	জাতীয় কর্মপরিকল্পনা
এনআইপিএসওএম (NIPSOM)	জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান
ওএআইডিআরএস (OAIDRS)	পেশাগত দূর্ঘটনা, আঘাত ও রোগ রিপোর্টিং সিস্টেম
ওইএইচ (OEH)	পেশাগত ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য
ওএসএইচই (OSHE)	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশ
পিপিই (PPE)	ব্যক্তিগত সেইফটি উপকরন
এসবিএসআরবি (SBSRB)	জাহাজ নির্মান ও জাহাজ রিসাইক্লিং বোর্ড
এসবিএসআরআর (SBSRR)	জাহাজ নির্মান ও জাহাজ রিসাইক্লিং বিধি
এসসিএফ (SCF)	সামাজিক সম্মতি ফর্ম
এসএনএফ (SNF)	শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম
ইউএস-জিএসপি (US-GSP)	ইউনাইটেড স্টেটস জেনারালাইজ সিস্টেম অব প্রিফারেন্স
ইউএসডিওএল (USDOL)	যুক্তরাষ্ট্র শ্রম অধিদপ্তর
ইউটিআই (UTI)	ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশন
এফ.ও.বি (f.o.b)	ফ্রি অন বোর্ড

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল ২০১৯

বাংলাদেশ

১ ভূমিকা

বাংলাদেশ আশানুরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করেছে, বিগত এক দশকে ধরে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প মোট রপ্তানিতে ৮২ শতাংশ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল ৮-এর অন্যতম সদস্য এবং পরবর্তী একাদশ (ঘ-১১) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে; যে ১১টি দেশের একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্প অর্থনীতির অবিচলিত বৃদ্ধি, নতুন উদ্দীপনামূলক রেমিট্যান্স প্রবাহের পাশাপাশি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতেও অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক উনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তবুও দেশটি অত্যধিক জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদসহ চলমান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।[১] অপর্যাপ্ত কাজের পরিবেশ এবং শ্রম অধিকার শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে, যা দেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে আরও বাধাগ্রস্ত করছে।

বিগত ২০১৮ সালে, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (এলডিসি) তালিকা থেকে উচ্চ-মধ্যম হওয়ার জন্য তিনটি যোগ্যতার মানদন্ড পূরণ করেছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে রয়েছে।[২]

একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার প্রবৃদ্ধির আকাঙ্খা অর্জনের জন্য, সরকারকে শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে, কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে, মানব মূলধনে বিনিয়োগ প্রসারিত করতে হবে, নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিশ্বব্যাপী ইন্টিগ্রেশন বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। অবকাঠামোর পাশাপাশি ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতি নতুন উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে উন্নত করতে এবং মানসম্পন্ন স্ব ও মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়তা করবে।

[1] https://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/countryinfo.html
[2] https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview

সারণি ১-এ বাংলাদেশের মূল সূচকগুলো তুলে ধরা হয়েছে

ডেমোগ্রাফিক ডাটা ১	
মোট জনসংখ্যা, ২০১৮	১৬৩.৭ মিলিয়ন
পুরুষ-নারী অনুপাত, ২০১৭	১০০.২:১০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতাংশ), ২০১৭	১.৩৭%
জনসংখ্যার ঘনত্ব, ২০১৭	১১০৩ ব্যক্তি/ বর্গ কিমি
জনসংখ্যা ১৫-৫৯ বছর	৬২.৭%
মোট প্রজনন হার (প্রতি ১৫-৪৯ বছর বয়স্ক নারীদের জীবিত শিশু), ২০১৭	২.০৫
স্থূল জন্ম হার (প্রতি ১০০০), ২০১৭	১৮.৫
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০), ২০১৭	৫.১
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জীবন্ত জন্মে), ২০১৭	২৪
গড় আয়ুষ্কাল, ২০১৭	৭২ বছর (২০১৭) পুরুষ: ৭০.৬ বছর নারী: ৭৩.৫ বছর
অর্থনৈতিক ডাটা ২	
নিয়মিত মূল্যে (কোটি টাকায়) গ্রোস ডমিস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি)	১১০৫৫১৪
নিয়মিত মূল্যে জিডিপি বৃদ্ধির হার	৮.১৩%
মাথাপিছু জিডিপি	১৮২৭ মার্কিন ডলার
চরম দারিদ্রতা (জাতীয় দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ)	২১.৮%
চরম দারিদ্রতা (চরম দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ- দিনে ১.৯০ ডলার)	১১.৩%
মাথাপিছু জাতীয় আয়, ২০১৮-২০১৯ (প্রায়)	১৯০৯ ডলার
ক্রয় সক্ষমতায় মাথা পিছু আয়	৩৭৯০ ডলার
মুদ্রাস্ফীতির হার (জুলাই ২০১৮- সার্চ ২০১৯)	৫.৪৪%
রেমিটেন্স (নভেম্বর ২০১৯)	১৫৫৫.২২ মিলিয়ন ডলার
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (৩০.০৪.২০১৯)	৩২,১২৩ মিলিয়ন ডলার
রপ্তানী এফ.ও.বি (জুলাই, ২০১৮- ফেব্রুয়ারী, ২০১৯)	২৭,১৪৪ মিলিয়ন ডলার
আমদানী এফ.ও.বি (জুলাই, ২০১৮- ফেব্রুয়ারী, ২০১৯)	৩৭,৮৩৯ মিলিয়ন ডলার

শ্রম বাজার নির্দেশক৩	
মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী (১৫-৬৪ বছর)	১০৯.০৫৪ মিলিয়ন (৬৭.৬%) পুরুষ: ৫৪.০৮০ মিলিয়ন (৬৬.৮%) নারী: ৫৪.৯৭৪ মিলিয়ন (৬৮.৪%)
শ্রম শক্তি	৬৩.৫০৪ মিলিয়ন পুরুষ: ৪৩.৫২৮ মিলিয়ন (৮০.৫%) নারী: ১৯.৯৭৬ মিলিয়ন (৩৬.৩%)
শ্রম শক্তির বাইরে	৪৫.৫৪৯ মিলিয়ন (৪১.৮%) পুরুষ: ১০.৫৫৪ মিলিয়ন (১৯.৫%) নারী: ৩৪.৯৯৮ মিলিয়ন (৬৩.৭%)
শ্রম শক্তির অংশগ্রহণ হার	৫৮.২% পুরুষ: ৮০.৫% নারী: ৩৬.৩%
কর্মসংস্থানের অবস্থা	মোট কর্মসংস্থান: ৬০.৮২৮ মিলিয়ন পুরুষ: ৪২.১৮২ মিলিয়ন নারী: ১৮.৬৪৬ মিলিয়ন
জিডিপির মূল খাত দ্বারা কর্মসংস্থান	কৃষি: ৪০.৬% শিল্প: ২০.৪% সেবা: ৩৯%
খাত ভিত্তিক ১৫ বছরের বেশি নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রম শক্তি	কৃষি, বনায়ন এবং মৎস: ৪০.৬২ খনি ও খনন: ০.২০ উৎপাদন: ১৪.৪৩ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি: ০.২০ নির্মান: ৫.৫৮ বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট: ১৪.৩৪ পরিবহন, ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ: ১০.৫০ আর্থিক, ব্যবসা ও সেবা: ১.৯৭ পন্যদ্রব্য ও ব্যক্তিগত সেবা: ৬.০৮ জন প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা: ৬.০৮
বেকরাত্বের অবস্থা	মোট: ২৬.৭৭ মিলিয়ন (৪.২%) পুরুষ: ১৩.৪৭ মিলিয়ন নারী: ১৩.৩০ মিলিয়ন

২ পটভূমি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে শ্রম বিষয়ক বেশ কয়েকটি আইন বাংলাদেশ আইন শৃঙ্খলার অভিযোজনের অধীনে বলবৎ ছিল।[৩] পরবর্তীতে পরিবর্তিত কাজের পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ও সংযোজনের পাশাপাশি, এই সকল শ্রম আইনের একটি সংকলনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেমন বাংলাদেশ শ্রম আইন, (BLA) ২০০৬[৪]। পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, (BLA) ২০০৬ এর মধ্যে ৫১ থেকে ৬০ ধারা পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি এবং ৬১ থেকে ৭৮[৫] ধারা পর্যন্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত নানা ধরনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৩ সালে রানা প্লাজা কমপ্লেক্সের মর্মান্তিক ধসের ফলে ১,১৩৪ জন নিহত হয়েছিল, তখন পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য -সম্পর্কিত বিষয়গুলি সকলের সামনে আসে, যার ফলে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, (সংশোধন), ২০১৩ জারি করেন। সংশোধিত বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে: শিশুদের জন্য বিপজ্জনক কাজ সম্পর্কিত একটি নতুন বিভাগ যুক্ত করা (ধারা ৩৯); জরুরী নির্গমন (ধারা ৬২); শ্রমিকদের জন্য গ্যাংওয়ে, সিঁড়ি ইত্যাদিতে প্রবেশের সুযোগ (ধারা ৭২); ব্যক্তিগত সেইফটি সরঞ্জামের বাধ্যতামূলক ব্যবহার (ধারা ৭৮ক); উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে দুর্ঘটনার নোটিশ প্রেরণ (ধারা ৮০); ৫০০০ এর বেশি কর্মী নিয়োগকারী সংস্থাগুলিতে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন (ধারা ৮৯); এবং একটি সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত একটি নতুন ধারা সংযুক্তকরণ। (ধারা ৯০ক)।[৬]

এর পরেই, বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০০৬ এবং সংশোধনী ২০১৩) এর বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, (BLR) ২০১৫ গৃহীত হয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন, (সংশোধনী) ২০১৩ সংশোধন করা হলেও পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন), ২০১৮-এর মাধ্যমে, শ্রম পরিদপ্তর থেকে একটি অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছিল এবং যা এখন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) নামে পরিচিত[৭]

[3] The Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order (President's Order No. 48), 22nd May, 1972.
[4] http://www.isorjournals.org/iosr-jbm/papers/vol 18-issued/Version-1/D1809012129pdf
[5] The Bangladesh Labour Act, 2006
[6] The Bangladesh Labour Act (Amendment), 2013
[7] The Bangladesh Labour Act (Amendment), 2018

কর্মক্ষেত্রে সেইফটি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) নীতির প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে, সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) নীতিমালা গ্রহণ করেন। নীতিমালা মোতাবেক জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল তৈরির দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পন করা হয়েছে। এই বিষয়ে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) ২০১৬ সালে প্রথম জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল তৈরি করার এবং ২০১৯ সালে এটি আপডেট করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রোফাইল ২০১৯ দেশের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়াগুলির আরও ভালোভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে দেশের সকল পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত নীতি এবং আইনগুলির সারসংক্ষেপ করার চেষ্টা করে। প্রোফাইলটি দেশের বর্তমান পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং আগামী বছরগুলোতে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য এর বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য আইন এবং নিয়ন্ত্রক ফ্রেমওয়ার্ক

৩.১ বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধানকে, দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে

(১) সমাজতন্ত্র এবং শোষণমুক্তি (অনুচ্ছেদ ১০),

(২) কৃষক ও শ্রমিকদের মুক্তি (অনুচ্ছেদ ১৪)

(৩) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা (অনুচ্ছেদ ১.৮),

(৪) সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ১৯) এবং

(৫) অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম। রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক নীতি (অনুচ্ছেদ ২০)। রাষ্ট্রীয় নীতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রত্যেককে এই নীতির উপর ভিত্তি করে "প্রত্যেকে তার ক্ষমতা অনুসারে, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী" তার কাজের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

তদুপরি, সংগঠন করার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৮), পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪০) এবং জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ (অনুচ্ছেদ ৩৪) সংবিধানের অধীনে নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩.২ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১৩

সকলের জন্য একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী, নৈতিক এবং আইনি বাধ্যবাধকতার প্রসঙ্গে, বিগত ৫ই নভেম্বর ২০১৩ সালে পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং গৃহীত হয়েছিল। এই ধরনের জাতীয় নীতি বাস্তবায়ন প্রথমত, শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং দ্বিতীয়ত, শিল্প উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। নীতিটি বাংলাদেশের সকল কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য, যার মধ্যে শিল্পক্ষেত্রের সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাত এন্টারপ্রাইজ, কারখানা, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সংস্থা এবং খামারগুলো অন্তর্ভুক্ত।

এই নীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই কর্মরত সকল নারী ও পুরুষের কাছে জাতীয়ভাবে OSH কে গ্রহণযোগ্য করা। একটি শক্তিশালী জাতীয় ওএসএইচ ফ্রেমওয়ার্ক উল্লেখযোগ্যভাবে মৃত্যু, আঘাত এবং পেশা-সম্পর্কিত রোগের সংখ্যা হ্রাস করতে সহায়তা করবে, যার ফলে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক এবং আইনী বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করা হবে।

[৪]The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (www.parliament.gov.bd)

৩.৩ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬

বাংলাদেশ শ্রম আইন, (২০০৬) হচ্ছে মূল শ্রম আইন যা পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য এর মান নির্ধারণ করে এবং কর্মক্ষেত্রে আঘাত ও দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে। ২০১৩ সালে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, (২০০৬) এ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য সংশোধন করা হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে রানা প্লাজা ধসের প্রতিক্রিয়া স্বরুপ। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, (২০১৫) বিএলএ, (২০০৬) এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে।

৩.৪ অন্যান্য নীতি ও আইন

অগ্নি নির্বাপক আইন (২০০৩), বাংলাদেশ জাতীয় ভবন নির্মান কোড (২০০৬), শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন (২০০৬) এবং জাহাজ ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিধিমালা (২০১১) সহ বেশ কয়েকটি পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন রয়েছে।

জাতীয় শ্রম নীতি-২০১৩-এ সেইফটি, স্বাস্থ্যকর ও নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র এবং মাতৃত্বকালীন সেইফটি নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৯)। শিল্পনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সেইফটি এবং মানসম্মত কাজের পরিবেশের উপর আন্তর্জাতিক মানদন্ডের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা (অনুচ্ছেদ ২.১৫)।

জাতীয় শিশু শ্রম নির্মূল নীতি (২০১০) এবং গৃহ শ্রমিক কল্যাণ নীতি (২০১৫) সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি শ্রম নীতিও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য OSH সম্পর্কিত নির্দেশিকা সরবরাহ করে।

৩.৫ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিধানের সারসংক্ষেপ

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত নীতি এবং আইনসমূহ নিম্নবর্ণিত প্রকারে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

৩.৫.১ পেশাগত দুর্ঘটনা, ঝুঁকি এবং রোগ

পেশাগত দুর্ঘটনা, আপদ এবং রোগ সংক্রান্ত মূল বিধানগুলো হলো কর্মক্ষেত্রে হ্যাজার্ড এর প্রতিরোধ; রোগ প্রতিরোধ, সেইফটিগার্ড, সেইফটি রেকর্ড রাখা ও পরিকল্পনা; পুনর্বাসন এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।

৩.৫.১.১ কর্মক্ষেত্রে সেইফটি

কারখানা নির্মাণ: জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) নীতি কারখানা নির্মাণের সময় সর্বাধিক নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিবেশের সকল মান ও প্রবিধান বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে (ধারা ৪.ডি.১)।

ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং সচেতনতা: মালিকদের অবশ্যই সকল পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ঝুঁকি সনাক্ত করতে হবে এবং এই ধরনের ঝুঁকি এবং দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণগুলির উপর সকল কর্মীদের প্রশিক্ষিত করতে হবে (ধারা ৪. ডি.২)। এই নীতিটি একটি সেইফটি কর্ম পদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুশীলন নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয় (ধারা ৪. ডি.৮)।

আসন্ন বিপদ: বাংলাদেশ শ্রম আইন, স্পষ্টভাবে বলে যে যদি একজন শ্রম পরিদর্শক একটি বিল্ডিং, বা কোনও বিল্ডিংয়ের কোনও অংশে, বা তার যন্ত্রপাতি এবং প্লান্টে শ্রমিকের জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ কিছু খুঁজে পান, তবে তিনি প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিকট একটি লিখিত নোটিশ জারি করতে বাধ্য। মালিককে অবশ্যই বিল্ডিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী সময়সীমার মধ্যে কাজ করবে (ধারা ৬১)।

[9]Available in Bangla at https://bit.ly/2ZGNBH5

ফায়ার লাইসেন্স: অগ্নি প্রতিরোধ ও বিলুপ্তি আইন, (২০০৩) অনুযায়ী, একটি বিল্ডিং বা কাঠামোর বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট অংশকে গুদাম বা ওয়ার্কশপ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য, নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে / গ্রুপকে ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালকের (ধারা ৪) কাছ থেকে এই আইনের অধীনে অনুমতি লাইসেন্স নিতে হবে।

অগ্নি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা: বাংলাদেশ জাতীয় ভবন নির্মান কোড, (২০০৬) এর ফায়ার কোড অনুযায়ী সকল লিফট শ্যাফট, ভেন্ট শ্যাফট এবং কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য ভার্টিক্যাল ওপেনিং এর জন্য সর্বনিম্ন চার ঘন্টার মধ্যে অগ্নি-প্রতিরোধের সেইফটি নির্মাণের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত থাকবে এবং বিদ্যমান জাতীয় আইন (ধারা ২.১১.৫) মেনে চলার জন্য সকল অগ্নি নির্গমন পথ থাকতে হবে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং অ্যাসবেস্টস পরিচালনা: বাংলাদেশ জাহাজ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং রুলস (২০১১) সকল পেট্রোলিয়াম পণ্য সংরক্ষণের জন্য একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেয় (ধারা ১৭.৭)। অ্যাসবেস্টস বা অন্যান্য অ্যাসবেস্টস হ্যান্ডলিং সিস্টেমগুলিকে 'শাওয়ার অফ' করার প্রয়োজনীয় বিধানের পাশাপাশি ইয়ার্ডে অ্যাসবেস্টস অপসারণ এবং পরিচালনার জন্য একটি বিশেষভাবে নির্মিত সুবিধা থাকা উচিত (ধারা ১৭.৯)।

সেইফটি কমিটি: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ধারা ৯০এ, প্রতিটি কারখানায় যেখানে পঞ্চাশ বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে এমন কারখানায় বিধি দ্বারা নিধারিত পন্থায় সেইফটি কমিটি গঠন এবং উহা কার্যকর করতে হবে।

৩.৫.১.২ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) নীতিমালা, জাতীয় শ্রম নীতি এবং জাতীয় শিল্প নীতি কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে।

উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতি স্পষ্টভাবে এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছে:

- আন্তর্জাতিক কনভেনশন/ ঘোষণা/ সুপারিশ/ নথি (অনুচ্ছেদ ৩.এ.১) এর আলোকে কর্মক্ষেত্রের সেইফটি এবং স্বাস্থ্য সেইফটি নিশ্চিত করা;
- কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং পেশাগত স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত জাতীয় আইন এবং প্রবিধানগুলি বাস্তবায়ন করা (অনুচ্ছেদ ৩.এ.২);
- পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এ জাতীয় মান সেট আপ করা (অনুচ্ছেদ ৩. এ ১৫, অনুচ্ছেদ ৪এ. ২০);
- জাতীয় আইন ও প্রবিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা বিকাশ নিশ্চিত করা (অনুচ্ছেদ ৪. এ. ৩);
- সকল সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার নীতি এবং প্রোগ্রামগুলিতে ওএসএইচ (পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য) বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা (অনুচ্ছেদ ৪. এ.১৩);
- বাধ্যতামূলক পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিধানগুলি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প অঞ্চলে শ্রম আদালত স্থাপন করা (অনুচ্ছেদ ৪. এ.১৫);
- সরকার পরিচালিত নির্মাণ কাজের সময় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্য নির্মাণ সংস্থাগুলির উপর বাধ্যতামূলক শর্তাবলী আরোপ করা (অনুচ্ছেদ ৪.এ.২২);
- পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত নিয়ম ও প্রবিধান বজায় রাখা এবং অনুশীলন করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা (অনুচ্ছেদ ৪. এ.২৪);
- কারখানা নির্মাণের সময় সর্বাধিক নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিবেশের উপর সকল মান এবং বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা (অনুচ্ছেদ ৪.ডি.১);

অগ্নিনির্বাপক প্রয়োজনীয়তা: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ বলা হয়েছে যে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা প্রদান করতে হবে। ৫০ বা ততোধিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে, মালিকপক্ষ প্রতি ছয় মাসে কমপক্ষে একবার অগ্নিনির্বাপণ অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন এবং একটি রেকর্ড বই এ (ধারা ৬২, BLA) সংরক্ষণ করবেন।

যন্ত্রপাতির সেইফটি: প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যেখানে গতি সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার থাকার সময়, পর্যাপ্ত নির্মান ব্যবস্থা দ্বারা মজবুতভাবে ঘিরে রাখতে হবে। ধারা ৬৩ বিএলএ) স্ক্রু, বেল্ট, বা কী, বা কোনও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট বা স্পিন্ডল হুইল বা পিনিয়নের প্রতিটি সেটকে আবদ্ধ করতে হবে কার্যকরভাবে নিরাপদ করতে হবে যাতে বিপদ প্রতিরোধ করা যায় (ধারা ৬৭, বিএলএ)।

মেঝের নিরাপত্তা: সকল মেঝে, সিঁড়ি, চলাচল পথ মজবুতভাবে নির্মান করতে হবে। এবং যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে উহাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মজবুত রেলিং করতে হবে এবং কর্মকালীন সময় নিবিঘ্নে চলাচলের জন্য পথ ও সিড়ি উন্মুক্ত রাখতে হবে। (ধারা ৭২ বিএলএ ২০১৩)।

অতিরিক্ত ওজন: কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিককে, তার ক্ষতি হতে পারে এমন কোন ভারী জিনিস উত্তলন, বহন অথবা নাড়াচাড়া করতে দেওয়া যাবে না। (ধারা ৭৪, ৮৩-৮৬, ৯০,৩২৩, বিএলএ, ২০১৩)।

ব্যক্তিগত সেইফটি সরঞ্জাম: কোনও কর্তৃপক্ষ কোনও শ্রমিককে ব্যক্তিগত সেইফটি সরঞ্জাম সরবরাহ না করে এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না করে কাজে নিযুক্ত করবে না। নির্ধারিত পদ্ধতি (ধারা ৭৮এ, বিএলএ (সংশোধন) ২০১৩) দ্বারা এই বিষয়ে একটি রেকর্ড বুক রাখতে হবে।

৩.৫.১.৩ কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ এবং বিপদ প্রতিরোধ

নীতি পর্যায়ে, জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতি পরিবহন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (ধারা, ৩.এ.৬)।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রের বিপদ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য বেশ কয়েকটি বিধান রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

(ক) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার এবং কোনও ড্রেন, প্রিভি, বা অন্যান্য উপদ্রব থেকে উদ্ভূত বর্জ্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে (ধারা ৫১, বিএলএ);

(খ) শ্রমিক যে কক্ষে কাজ করবে তাপমাত্রা আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত হতে হবে;

(গ) মালিক পক্ষকে পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল, পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত আলো (ধারা ৫২) সেইফটি এবং বজায় রাখার জন্য কার্যকর এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) কর্ম কক্ষে ধূলিকণা বা ধোঁয়া যাতে না থাকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তা শ্রমিকগণ যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তা গ্রহণ করতে না পারে এ ব্যপারে নিশ্চিত করতে হবে (ধারা ৫৩)

(ঙ) একটি প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ এত বেশি জনবহুল হওয়া উচিত নয় যে এটি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হয় আইনে বলা হয়েছে যে, একটি কারখানার প্রতিটি শ্রমিকের জন্য অন্তত সাড়ে নয় ঘণমিটার পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে (ধারা ৫৬)

(চ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে পুরুষ ও নারি কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত আলো, বাতাস এবং জল সহ পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে (ধারা ৫৯)।

(ছ) নিয়োগকর্তাদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে (ধারা ৫৮); পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে (ধারা ৫৭)

(জ) পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেট এবং ওয়াশরুম, সেইসাথে কর্মক্ষেত্রে সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর ডাস্টবিন এবং থুতু ফেলার স্থান থাকতে হবে (ধারা ৬০)।

বিদ্যুৎ সরবরাহ: বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এ বলা হয়েছে যে, সকল কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ও যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত আকার ও শক্তিসম্পন্ন হবে এবং এমনভাবে নির্মাণ, অবস্থান, সুরক্ষিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, যাতে শ্রমিকদের গুরুতর শারীরিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করা যায় (ধারা ৫৮, BLR)।

চিমনি ও ভেন্টিলেশন: বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (২০০৬) নির্দেশ দেয় যে সকল চিমনি, ভেন্টস এবং ভেন্টিলেশন নালীগুলি অ-দাহ্য উপাদান দ্বারা তৈরি করা উচিত। কোডটি আরও বলে যে প্রতিটি বয়লার, কেন্দ্রীয় হিটিং প্ল্যান্ট, বৈদ্যুতিক কক্ষ বা গরম জল সরবরাহের বয়লারটি কোনও বড় বিপদ রোধ করার জন্য প্রধান কর্মক্ষেত্রের বিল্ডিংগুলো থেকে পৃথক হতে হবে (ধারা ২.১১.৭)।

মেটিরিয়েল/উপাদান সেইফটি ডেটা শীট: বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এ বলা হয়েছে যে কারখানা এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকরা বিপজ্জনক উপকরণগুলির উপাদান সেইফটি ডেটা শীট (এমএসডিএস) একটি সহজেই লক্ষণীয় স্থানে স্থাপন করবে যাতে কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করা যায় (বিধি ৬৮, ১০)।

DIFE থেকে কারখানার লেআউট প্ল্যান এবং এক্সটেনশন লেআউট প্ল্যানের যথাযথ অনুমোদন নেওয়া কারখানার মালিকের জন্য এটি একটি বাধ্যতামূলক বিষয় (ধারা ৩২৬, বিএলএ এবং বিধি ৩৫৩)।

৩.৫.১.৪ রোগ প্রতিরোধ ও সুরক্ষা

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতি এবং জাতীয় শিশু শ্রম নির্মূল নীতি উভয়ই রোগ (গুলি) প্রতিরোধ এবং সেইফটি সম্পর্কিত ধারাগুলি অন্তর্ভূক্ত করে। জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও নীতিতে বলা হয়েছে:

(ক) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি চিহ্নিত করা (ধারা ক ৩)

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আওতাভূক্ত সকল কর্মস্থলে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সে্ইফটি ঝুকি সম্পর্কে প্রাক অবহিতকরণ।

(গ) পেশাগত ব্যধি সনাক্তকরণে সক্ষম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

ফৌজদারী বা প্যানাল কোডে জীবনের জন্য বিপজ্জনক রোগের সংক্রমণ এবং অতি সংক্রমক রোগের ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে আইন দ্বারা শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে (ধারা ২৬৯ এবং ২৭০)।

অগ্নি ও ধোয়া সণাক্তকরন ব্যবস্থা: বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী প্রতিটি স্থাপনায় স্বয়ংক্রিয় আগুন ও ধোঁয়া সনাক্তকরণ ব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োাজন হয় যখন একটি বিল্ডিংয়ের আকার, ব্যবস্থা এবং দখলদারিত্ব এমন হয়ে যায় যে আগুন নিজেই তার অধিবাসীদের তাদের সেইফটির জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতা সরবরাহ করতে পারে না। স্বয়ঃক্রিয় অগ্নি এবং ধোঁয়া সনাক্তকরণ সিস্টেমের মধ্যে লিয়েন টাইপ তাপ সংবেদনশীল ডিটেক্টর এবং অপটিক্যাল, আয়নযুক্ত বা রাসায়নিক সংবেদনশীল টাইপ এবং স্মোক ডিটেক্টর (অধ্যায় ৪.৪১) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.৫.১.৫ রেকর্ড রাখা এবং পরিকল্পনা

রেকর্ড রাখা: জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতিমালা দুর্ঘটনা, আঘাত, মৃত্যু, চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ, কেস, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে সকল রেকর্ড সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণের আহ্বান জানায়, (ধারা ৩.এ.৭); ৪.এ.৮; এবং ৪.ডি.৫)। নীতিমালাতে আরও সুপারিশ করে যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে ডেটা এবং তথ্য ব্যবহার করে এবং কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য মান নিশ্চিত করার জন্য পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে গাইডলাইন গ্রহণ করে (ধারা ৩.ক.৮.৪. ক.৯)।

সেইফটি রেকর্ড: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৯০এ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় যেখানে ২৫ জনেরও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে সেখানে একটি নিরাপত্তা রেকর্ড বই এবং একটি সেইফটি বোর্ড রাখা

এবং বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা প্রদান করে। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী, সব কারখানার কর্তৃপক্ষ ওই কারখানায় ঘটে যাওয়া সকল দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার একটি রেজিস্টার বজায় রাখতে বাধ্য (শ্রম বিধিমালা ৭৩)।

৩.৫.১.৬ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের উদ্যোগ

সেইফটি কমিটি: বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী, কারখানায় যদি ৫০ বা তার বেশি শ্রমিক থাকে, তাহলে বিএলআর (ধারা ৯০এ, বিএলএ ২০০৬) এ বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে কারখানা মালিকের জন্য একটি সেইফটি কমিটি গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় (অধ্যায় ৮ এবং তফসিল ৪, বিএলআর ২০১৫) সেইফটি কমিটি গঠন ও ভূমিকার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ডিসপেনসারি: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা আলমারি - বিএলআর দ্বারা নির্ধারিত বিষয়বস্তু দিয়ে সজ্জিত করা হবে এবং কাজের সময় (ধারা ৮৯) এবং যেখানে ৩০০ (তিনশত) বা তার বেশি শ্রমিক সাধারণত নিযুক্ত থাকে, সেখানে BLR -এর ধারা ৭৭ দ্বারা নির্ধারিত সরঞ্জাম বা অন্যান্য সুবিধাযুক্ত একটি প্রথমিক চিকিৎসা কক্ষ থাকবে এবং একটি মেডিকেল প্র্যাকটিশনার এবং নার্সিং স্টাফ দ্বারা পরিচালিত হবে, যেমন বিএলআর (ধারা ৮৯ (৫), বিএলএ ২০০৬ এবং ধারা ৭৭, বিএলআর ২০১৫ দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

চিকিৎসা কেন্দ্র: যে কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানে যেখানে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত আছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক বা সেই প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তারা বিএলআর (এস), বিএলএ ২০০৬ এবং ধারা ৭৮, বিএলআর ২০১৫ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন।

কল্যাণ কর্মকর্তা: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যেখানে ৫০০ (পাঁচশত) বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত আছেন, সেখানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা বিএলআরের ধারা ৭৯ (ধারা ৮৯ (৮), বিএলআর ২০০৬ এবং ধারা ৭৯, বিএলআর ২০১৫ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একজন ওয়েলফেয়ার কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন।

আপদ সম্পর্কে সচেতনতা: বিএলআর -এর ধারা ৭৮এ (৩) এ উল্লিখিত, একজন মালিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের বিপদ সম্পর্কে সকল কর্মীদের সচেতন করবে।

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য পলিসি (২০১৩) পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলি সনাক্ত করতে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি ব্যক্তিকে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব নিয়োগকর্তাগণের।

বিশুদ্ধপানি: BLA নির্দেশ দেয় যে কারখানাগুলি কারখানা / প্রতিষ্ঠানের একটি উপযুক্ত জায়গায় শ্রমিকদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করবে (BLA ধারা ৫৮ (১))। গ্রীষ্মকালে, ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য পানীয় জল শীতল করার ব্যবস্থা করতে হবে (ধারা ৫৮. ৩)।

রেস্ট রুম: বিএলআর এ বলা হয়েছে যে, নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের (৫০ জনেরও বেশি শ্রমিকের ক্ষেত্রে) পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ একটি রেস্ট রুম স্থাপন করবেন, যেখানে তারা তাদের সাথে আনা খাবার খেতে পারে এবং বিশ্রাম নিতে পারে [ধারা ৯৩ (১), BLA]। যদি মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ এর বেশি হয় তবে পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের জন্য পৃথক বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা থাকবে [ধারা ৯৩ (৩), BLA]।

৩.৫.১.৭ সচেতনতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর ৩৫১ নং বিধি অনুযায়ী, একজন লেবার ইন্সপেক্টরের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হচ্ছে শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং নিয়োগকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনা করা।

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতিমালা যে কোনও আহত শ্রমিকের চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণকে বাধ্যতামূলক করে এবং ভুক্তভোগী শ্রমিকদের তার ক্ষমতা অনুযায়ী পুনর্বাসন করে (ধারা ৪.বি.১১ এবং ৩.ক.১২)।

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, নীতিমালাতে বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তভূক্ত রয়েছে:

(ক) রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতি বছর ২৮ শে এপ্রিল পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস নিয়মিত পালন (ধারা ৪.এ.২৫);

(খ) সরকারী ও বেসরকারী টিভি চ্যানেল এবং অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে প্রচার (ধারা ৪. এ.২৬);

(গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ওএসএইচ বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি (ধারা ৪. এ.২৭),

(ঘ) পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতি, বাংলাদেশ শ্রম আইন, এবং OSH পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন (ধারা ৪.ন.১), বাস্তবায়নে সকল নিয়োগকর্তাকে অনুপ্রাণিত করা,

(ঙ) শ্রমিক কর্মচারী সদস্য সংস্থাগুলির জন্য আলোচনা, পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (ধারা ৪.বি.২)

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত আইন এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মস্থলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা ও শ্রমিক কর্মচারীদের অবহিত করা।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আইন মেনে চলার প্রতি ইউনিয়নের সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.৫.২ সেইফটি সরঞ্জামাদি এবং সুবিধা

নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, জরুরী অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, প্রতিরক্ষামূলক কিট, বিল্ডিং এবং যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা।

৩.৫.২.১ ব্যক্তিগত সেইফটি সরঞ্জামাদি

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) নীতিমালা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, সেইফটি এবং ব্যক্তিগত সেইফটি সরঞ্জামাদি (পিপিই) সম্পর্কিত নির্দেশিকা সরবরাহ করতে এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাধ্য করে (ধারা ৪. ডি.৭)। এটি শ্রমিকদের নিয়োগকারীদের দ্বারা প্রদত্ত পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় (ধারা ৪.ই.১)। এতে আরও বলা হয়েছে যে, শ্রমিকদের তাদের নিজের পাশাপাশি সহকর্মীদের স্বাস্থ্য ও সেইফটির যত্ন নেওয়া উচিত' (ধারা ৪.ই.২)।

২০০৬-এ বলা হয়েছে যে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত গগলস সরবরাহ করা উচিত যেখানে চোখ অত্যধিক আলো বা তাপের সংস্পর্শের ঝুঁকিতে রয়েছে (অধ্যায় ৭৫)

শ্রম বিধিমালার ধারা ৭৮ এ কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সেইফটির জন্য সেইফটি সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে :

প্রযোজ্য হলে, মালিক সেইফটি সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করার আগে কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন না। এই আইন অনুসারে, নিয়োগকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি রেকর্ড বুক বজায় রাখা হবে,

যে নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে তা ব্যবহার না করলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের দায়ী করা হবে; এবং

গ) পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সেইফটি নিশ্চিত করতে সকল শ্রমিককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৩.৫.২.২ ভবন ও যন্ত্রপাতির সেইফটি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ বলা হয়েছে যে পরিদর্শকরা কোনও স্থাপনার কোনও বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি বা প্লান্টের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারেন যদি এটি মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক বলে মনে হয় (ধারা ৬১ (২))।

অগ্নি প্রতিরোধ ও বিলুপ্তি আইন, ২০০৩-এ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের (FSCD) মহাপরিচালকের সার্টিফিকেশন ছাড়া কোনো বহুতল শিল্প বা বাণিজ্যিক স্থান নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপক এবং অন্যান্য অগ্নি নিরাপত্তা-সম্পর্কিত বিষয় (ধারা ৭)।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, ২০০৬-এ প্রতিটি তলা বা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম সিলিং উচ্চতা বিল্ডিংয়ের সেইফটির বিষয়ে বিস্তারিত বিধান রয়েছে যা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন ক্ষেত্রে ৩.৫ মিটার এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবনগুলির জন্য ৩.০ মিটার (ধারা ১.১২.২)। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ির সর্বনিম্ন প্রস্থ কমপক্ষে ২.০ মিটার হতে হবে এবং হ্যান্ডরেলগুলির সর্বনিম্ন উচ্চতা ০.৯ মিটার (ধারা ১.১২.৫) থাকতে হবে। শিল্প ভবনগুলির বাহ্যিক প্রাচীরগুলিতে কমপক্ষে ২-৩ ঘন্টা (ধারা ২.৪.১) এর অগ্নি-প্রতিরোধের থাকতে হবে।

৩.৫.২.৩ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি এবং জরুরী বহির্গমন:

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধনী ১৩), এ বলা হয়েছে যে, জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে বিকল্প সিড়িসহ বহিরগমনের উপায় সরবরাহ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিটি মেঝের সাথে সংযোগকারী কমপক্ষে একটি বিকল্প সিঁড়ি এবং প্রতিটি মেঝেতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম (ধারা ৬২ (১))। এছাড়াও, সংশোধিত আইনটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি স্থাপনায়, যখন কাজ চলছে, তখন কোনও কক্ষের বহিরগমন বন্ধরাখা যাবে না। এবং কোন বহিরাগমন পথ তালবদ্ধ বা আটকিয়ে রাখা যাবে না। (ধারা ৬২ (৩এ)। ৫০ জনের বেশি শ্রমিকের কারখানায় প্রতি ৬ মাসে অন্তত একবার ফায়ার ড্রিলের মহড়া করা উচিত, (ধারা ৬২(৮))

BNBC, ২০০৬ তে ও ফায়ার এক্সিটের জন্য বিস্তারিত বিধান তৈরী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, নির্গমন পথ এগুলো বিল্ডিংয়ের যে কোনও অংশ থেকে সহজেই দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হতে হবে। উপরন্তু, এমনভাবে অবস্থিত এবং সাজানো উচিত যাতে এগুলো বিল্ডিংয়ের বাইরের দিকে পালানোর জন্য ক্রমাগত এবং বাধাহীন হয়, যার ফলে একটি রাস্তা বা আশ্রয়ের অন্যান্য মনোনীত এলাকায় (ধারা ৩.৪) যাওয়া যায়। কোডটি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সঠিক ধরণের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়। কম ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পগুলিতে, ম্যানুয়ালি পরিচালিত ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমগুলি, পোর্টেবল অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাসহ, ইনস্টল করা আবশ্যক। মাঝারি বিপদ শিল্পের জন্য, ৭৫০ এম২ পর্যন্ত এলাকায় স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের সাথে ইনস্টল করা উচিত এবং পোর্টেবল অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকতে হবে। ৭৫০ এম২ এর উপরে এলাকায়, ইউনিটটি স্বয়ংক্রিয় স্প্রিঙ্কলার বা স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের সাথে লাগানো উচিত, পাশাপাশি একটি পোর্টেবল অগ্নি নির্বাপক সিস্টেম (ধারা ৫.৮)।

৩.৬ কর্মক্ষেত্রে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

৩.৬.১ স্বাস্থ্য সেবা এবং চিকিৎসা

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতি এবং বিএলএ বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রদান করে:

- যেখানে একজন শ্রমিক দুর্ঘটনার বিষয় মালিককে জানাবে, মালিক বা নিয়োগকর্তা এই ধরনের বিষয় জানার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে, নিজ খরচে একজন নিবন্ধিত চিকিৎসক দ্বারা শ্রমিককে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করবে। শ্রমিক যদি এই ধরনের পরীক্ষার জন্য নিজে উদ্যোগ নিবে

- তবে শর্ত থাকে যে শ্রমিকের দুর্ঘটনা বা অসুস্থতা যদি গুরুতর হয়, নিয়োগকর্তা যেখানে কর্মী অবস্থান করছেন সেখানে তাকে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন (ধারা ১৬০ (১), বিএলএ সংশোধনী ২০১৩)।
- যে কোনও প্রতিষ্ঠানে যেখানে কমপক্ষে ১০ জন (দশ) শ্রমিক নিযুক্ত আছেন, প্রতিষ্ঠানের মালিক সকল শ্রমিকদের জন্য যৌথ বীমার অধীনে কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনার জনিত একটি বীমা চালু এবং বাস্তবায়ন করবেন এবং এই ধরনের বীমা কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা বা অর্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হবে (ধারা ১৬০ (১১), বিএলএ,২০০৬)।
- যদি কোন শ্রমিক তার চাকুরীর সময় থেকে উদ্ভূত কোন দুর্ঘটনার দ্বারা শারীরিকভাবে আহত হয়, তবে তার মালিক BLA এর অধ্যায় ১২ (ধারা ১৫০, বিএলএ ২০০৬) এর বিধান অনুসারে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন।
- কর্মক্ষেত্রে আহত একজন শ্রমিকের চিকিৎসা মালিকের তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত হতে হবে এবং নিয়োগকর্তা এর সাথে সম্পর্কিত ব্যয় বহন করবেন (ধারা ১৪২, বিএলআর, ২০১৫)।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর তৃতীয় তফসিলের পার্ট-বি-তে উল্লিখিত ৬ (ছয়) মাসেরও বেশি সময়ের জন্য যদি কোনও নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করেন তবে সেই সময় উদ্ভূত তিনি কোন পেশাগত রোগ দ্বারা প্রভাবিত হন, তবে অসুস্থতাটি কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হবে। যদি মালিক বিরোধীতা করেন, তবে এই ধরনের দুর্ঘটনা তার চাকরির সময় (ধারা ১৫০, ৩ (বি), বিএলএ ২০০৬) থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা হবে।

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য নীতিমালায় আহত শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে বাধ্য (ধারা ৪. এ.১২,)। এটি কাজ-সম্পর্কিত রোগ / পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা (ধারা ৪. বি.১২) সনাক্ত করতে এবং পেশাগত হেলথ সার্ভিলেন্স (ধারা ৪. বি.১৩) সমর্থন প্রদানের জন্য পর্যায়ক্রমিক মেডিকেল পরীক্ষার পরামর্শ দেয়।

৩.৬.২ মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং চিকিৎসা সেবা

আইনটিতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং তার অর্থ প্রদানের জন্য দায়বদ্ধতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

- প্রত্যেক মহিলা শ্রমিক তার মালিকের নিকট হতে তার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আর্ট সপ্তাহ এবং সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরবর্তী আট সপ্তাহের জন্য প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাবার অধিকারী হবেন এবং তার মালিক এই সুবিধা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।
- তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা উক্তরুপ সুবিধা পাবেন না যদি না তিনি তার ম্যালিকের অধীন তার সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে অন্যুন ছয় মাস কাজ করে থাকেন ।

  প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, যেখানে ৪০ (চল্লিশ) বা ততোধিক নারী কর্মী সাধারণত নিযুক্ত হন, সেখানে ৬ (ছয়) বছরের কম বয়সী (ধারা ৯৪ (১), বিএলএ ২০০৬) এর কম বয়সী তাদের সন্তানদের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষ সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

৩.৬.৩ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এছাড়াও প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওয়াশিং সুবিধা, ক্যান্টিন, বিশ্রামের জায়গা এবং পানির সুবিধাসহ ডাইনিং এলাকা নিশ্চিত করে। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত বিধান রয়েছে, যেমন চা বাগানের প্রত্যেক মালিক তার শ্রমিকগনের জন্য সহজগম্য স্থানে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস প্রাপ্তির সুবিধার ব্যবস্থা করবেন। (ধারা ৯৭) চা বাগানে বসবাসকারী প্রতিটি শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য আবাসন সুবিধা (ধারা ৯৬), সেইসাথে শ্রমিকদের সহজ নাগালের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা।

৪ জাতীয় কর্তৃপক্ষ, সংস্থা এবং উদ্যোগ

নিম্নলিখিত জাতীয় কর্তৃপক্ষ, সংস্থা এবং উদ্যোগগুলি দেশে পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ:

৪.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) হল জাতীয় শ্রম পরিদর্শক দপ্তর যা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং আইএলও শ্রম পরিদর্শন কনভেনশন, ১৯৪৭ (নং ৮১) অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন ও বিধি প্রয়োগের জন্য কাজ করে থাকে।

এই অধিদপ্তর শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধ্যায় ১৩: ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক এবং অধ্যায় ১৪: আরবিট্রেশন, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, কার্যপ্রণালীবিধি ব্যতীত সকল বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব বহন করে।

শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুসারে DIFE দ্বারা সঞ্চালিত মূল কাজগুলি নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসারে কারখানা, দোকান, শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ন প্রতিষ্ঠান গুলো পরিদর্শন কর্মসংস্থান তৈরীর জন্য, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সমস্যা এবং শ্রম কল্যাণের শর্তাবলী প্রতিষ্ঠার জন্য এবং শ্রম আদালতে শ্রম আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার কাজ করে থাকে।
- বন্দর ও জাহাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গিয়ার নিরাপদ কার্যক্রম, ডেরিক উইঞ্চ এর নিরাপদ কার্যক্ষমতা সম্পর্কিত সার্টিফিকেট যাচাই বাছাইকরন। জাতীয় বন্দরগুলোতে আইন যথাযথ ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সেজন্য পরিদর্শন করা। বন্দর ও জাহাজের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সেফইটি অপারেশন এবং আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান প্রয়োগের জন্য জাতীয় বন্দরে জাহাজ পরিদর্শন সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা প্রংসাপত্রগুলির পরীক্ষা এবং যাচাইকরণ;
- শ্রম আইন প্রণয়ন ও পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ এবং তাদের প্রয়োগের জন্য নীতি ও কৌশল;
- শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের শ্রম অধিকার এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগের তদন্ত;

- শ্রমিক ও মালিকদের সাথে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করা এবং শ্রম আইন, নিয়ম, প্রবিধান মেনে চলার সর্বোত্তম উপায় এবং পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্য ও শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি করার জন্য প্রচারমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করার জন্য তাদের পরামর্শ দেওয়া;
- কারখানার মেশিন লেআউট প্লান অনুমোদন, সংশোধন এবং সম্প্রসারণ পরিকল্পনা;
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান এবং তাদের লাইসেন্স নবায়ন করা;
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, নিয়োগকর্তা সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা;

শ্রম পরিদর্শন, মজুরি প্রশাসন, কাজের শর্তাবলী এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে রিপোর্টিং।

সাধারণভাবে এবং শ্রম পরিদর্শন, বিশেষ করে, বাংলাদেশে, ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন ৪২নং ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং এর সংশোধনীগুলি, যা নিম্নলিখিত প্রধান বিভাগগুলি ব্যতীত সকল প্রতিষ্ঠান এবং সকল শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য:

(ক) সরকারের বা সরকারের অধীনে অফিস;

(খ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা লাভের জন্য পরিচালিত হয় না;

(গ) কৃষি খামার যেখানে সাধারণত ৫ টিরও কম শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়;

(ঘ) গৃহকর্মী;

(ঙ) যে কোন প্রতিষ্ঠান, অসুস্থ, বয়স্ক, নিঃস্ব, প্রতিবন্ধী, এতিম, পরিত্যক্ত নারী ও শিশু বা বিধবার চিকিৎসা, যত্ন বা সেবার জন্য পরিচালিত হয়, কিন্তু লাভ বা লাভের জন্য দৌড়ায় না; এবং

প্রতিষ্ঠানগুলি তার পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় পরিচালিত হয় এবং যেখানে কোনও সদস্য মজুরির জন্য নিযুক্ত হয় না।

৪.২ শ্রম অধিদপ্তর (DOL)

শ্রম অধিদপ্তর (DOL) মূলত ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিবন্ধন, কার্যকর শ্রম/শিল্প সম্পর্কের সুবিধা, যৌথ দরকষাকষি ও আলোচনার জন্য এবং বাংলাদেশের শিল্প খাতে শ্রম বিরোধের দ্রুত ও দক্ষ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ।

শ্রম অধিদপ্তর এর একটি প্রধান কার্যালয় এবং ছয়টি বিভাগীয় অফিস রয়েছে যার অধীনে ৯ টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। DOL ৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইনস্টিটিউট) পরিচালনা করে যা শ্রম আইন সম্পর্কে সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিধানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

শ্রম অধিদপ্তর এ ২৮ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে যা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে।

শ্রম অধিদপ্তর এর মূল ফাংশনগুলির মধ্যে রয়েছে:

(ক) ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টার বজায় রাখা;

(খ) কোন অপরাধ বা কোন অন্যায় শ্রম চর্চা বা কোন বিধান লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করা;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রুপ সম্পর্কিত কালেকটিভ দরকষাকষি চুক্তি নির্ধারণ করা;

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাহীদের নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;

(ঙ) শিল্প বিরোধে সমঝোতাকারী হিসাবে কাজ করা; এবং

(চ) অংশগ্রহণ কমিটিগুলির কার্যকারিতা তত্ত্বাবধান করা।

৪.৩ শ্রম আদালত

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ শ্রম আদালত ও আপিল ট্রাইব্যুনালের বিধান ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। DIFE -এর শ্রম পরিদর্শকরা BLA ২০০৬ লঙ্ঘনকারী যে কোনও নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। একজন শ্রমিক বা নিয়োগকর্তা যে কোনও সমস্যা দাবির সমাধানের জন্য শ্রম আদালতে যেতে পারেন। সমষ্টিগত দর কষাকষি চুক্তির যে কোনও প্রতিনিধি শ্রম আদালত / শ্রম ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকেও প্রতিকার চাইতে পারেন।

শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন পুরস্কার, সিদ্ধান্ত, দন্ড বা রায়ে অসন্তুষ্ট যে কোন পক্ষ রায়ের ৬০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারবে। (ধারা ২১৭) ও শ্রম আপিল ট্রাইবুনাল দেওয়ানি কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল ডিক্রি থেকে একটি আপিল আদালত দ্বারা আপিল শুনানির জন্য এবং সকল শ্রম আদালতের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তই সব সময় চূড়ান্ত। আদালত এবং ট্রাইবুনালে সুযোগ ছাড়াও, BLA ২০০৬ একটি ফৌজদারী অপরাধের জন্য ফৌজদারি আদালতে শ্রমিকদের যাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০টি শ্রম আদালত রয়েছে। ঢাকায় তিনজন, চট্টগ্রামে দুইজন করে, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে। ঢাকায় একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল বসে।

৪.৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (DPHE)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতীত সারা দেশের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (মানুষের মল-মূত্র ও সুয়ারেজ নির্গমন, নিষ্কাশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ) গ্রামীণ ও শহুরে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর দপ্তর এবং গ্রোথ সেন্টার) এলাকায় দায়িত্ব পালন করে। শহুরে এলাকায়, এটি একক এবং যৌথভাবে নগর ও সিটি কর্পোরেশনের সাথে কাজ করে। এটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে। এটি পানি পরীক্ষার সুবিধাগুলিও স্থাপন করে এবং হাইড্রো-জিওলজিক্যাল তদন্তগুলি নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রযুক্তি বিকাশ করে।

৪.৫ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (BDSCD)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স হল সেই বিভাগ যা অগ্নিনির্বাপণ, প্রতিরোধ, উদ্ধার মিশন কার্যক্রম এবং যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের সময় অগ্নি সেইফটি নিশ্চিত করার জন্য দায়ীত্বপ্রাপ্ত, অগ্নি প্রতিরোধ ও বিলুপ্তি আইন ২০০৩ অনুসারে। এটি ৩৪০ টিরও বেশি ফায়ার স্টেশনের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আগুনের ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া জানায় এবং আগুনের ঘটনাগুলি জানার জন্য একটি হটলাইন- ৯৫৫৫৫৫৫ পরিচালনা করে।

৪.৬ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের দপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের অফিসটি বয়লারগুলি পরিদর্শন এবং সারা দেশে বয়লার সেইফটি নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ। এটি নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করে:

(ক) দেশে বয়লার, বাষ্পীয় পাইপ এবং ইকোনোমিজার আমদানি ও ব্যবহারের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেওয়া;

(খ) বয়লারগুলির নকশা, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাজ সম্পর্কে মালিকদের পরামর্শ দেওয়া;

(গ) ফিড ওয়াটারের জল পরিশোধন এবং বয়লার পরিষ্কার করার বিষয়ে ব্যবসায়ের মালিকদের পরামর্শ দেওয়া;

(ঘ) পরিমাপ এবং প্রয়োজনীয় গণনা করার পরে একটি পুরানো বয়লারের জন্য নিরাপদ কাজের চাপ নির্ধারণ করা;

(ঙ) বিদেশ থেকে আমদানি করা বা দেশের মধ্যে উৎপাদিত বয়লারগুলির নকশা, অঙ্কন এবং স্পেসিফিকেশনগুলি পরীক্ষা করা;

(চ) পরিদর্শন এবং হাইড্রোলিক পরীক্ষার পরে ইনস্টল করা সকল বয়লারগুলি নিবন্ধন করা, ইস্পাত প্রস্তুতকারক, ঠিকাদার এবং অনুমোদিত পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সকল উৎপাদন সনপত্রের পরীক্ষা দ্বারা এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়;

(জ) প্রতি বছর প্রতিটি কার্যকরী বয়লারের হাইড্রোলিক টেস্টিং পরিদর্শন করা এবং উপযুক্ত পাওয়া গেলে তার সনদপত্র সরবরাহ করে;

(ঝ) অযোগ্য বয়লার কার্যকর করার জন্য মেরামত, সংযোজন এবং পরিবর্তনের সুপারিশ করা;

(ঞ) বয়লার বা বাষ্প পাইপের দুর্ঘটনার বিষয়ে অনুসন্ধান করা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের অফিসে বয়লারগুলির নকশা, পরীক্ষা এবং পরিদর্শনের উপর হালনাগাদকৃত প্রযুক্তিগত মান নির্ধারণের জন্য বয়লারবোর্ড নামে একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তিগত বোর্ডও রয়েছে। পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারগুলি পরীক্ষা করে এবং প্রত্যয়িত করে।

৪.৭ বিস্ফোরক পরিদপ্তর

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিস্ফোরক অধিদপ্তর ঝুঁকি কমাতে বিস্ফোরকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিস্ফোরক বিভাগের কিছু প্রধান কাজ হল:

- যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন সাইট,- বিস্ফোরক তৈরির কারখানা, বিস্ফোরক স্টোরেজ প্রাঙ্গন, বাল্ক মিক্সিং এবং ডেলিভারি ভেহিকেলস (BMD) এর সাইটে বিস্ফোরক উৎপাদন, আতশবাজির সর্বজনীন প্রদর্শন, সংকুচিত গ্যাসের জন্য স্টোরেজ ইনস্টলেশন, গ্যাস সিলিন্ডারগুলির জন্য রাখিবে প্লান্ট স্থাপন।
- বিস্ফোরক এবং অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ সনাক্তকরণ / নিরাপদ হ্যান্ডলিং / ব্যবহার ইত্যাদিতে নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ।
- বন্দর, বিমানবন্দর এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে-
- বিপজ্জনক পদার্থের শ্রেণীবিন্যাস;
- প্যাকিং এবং বিপজ্জনক পদার্থের স্টোরেজ / পরিবহনের জন্য অবস্থার নির্ধারণ;
- বিস্ফোরক, দাহ্য এবং অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের লোডিং / আনলোডিং এবং ট্রানজিট স্টোরেজের জন্য সুবিধাগুলির সেটিং এবং বিন্যাস;
- আপদের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য বিস্ফোরক / বিপজ্জনক পদার্থের পরীক্ষা / টেস্টিং
- বিস্ফোরক, দাহ্য পদার্থ এবং অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়ে সরকার, শিল্প এবং বিভিন্ন সংস্থাকে পরামর্শ দেওয়া।

ঢাকায় প্রধান কার্যালয়সহ বিস্ফোরক অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালে পাঁচটি শাখা অফিস রয়েছে। ঢাকার সেগুনবাগিচায় ডিপার্টমেন্টের একটি টেস্টিং ল্যাবরেটরি রয়েছে যা এই আইনের আওতায় আসা বিস্ফোরক এবং বিভিন্ন উপকরণের জন্য পরীক্ষার সুবিধা প্রদান করে যা প্রশাসনিক আইন ও বিধি বিভাগের আওতায় পড়ে।

৪.৮ পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE)

DOE এর মূল ক্রিয়াকলাপগুলিকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (২০১০ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) প্রয়োগ।

(২) জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং বায়োসেইফটি ব্যবস্থাপনা।

(৩) পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ সম্পর্কিত গণসচেতনতার প্রচার।

৪.৯ গণপূর্ত বিভাগ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণপূর্ত বিভাগ (PWD) বাংলাদেশের প্রধান নির্মাণ সংস্থা। এটি সরকারি নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। PWD অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ পেশাদারদের দল রয়েছে যা সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি টিম গঠন করে যারা আর্কিটেকচার বিভাগের স্থপতিদের পাশাপাশি কাজ করে।

৪.১০ আরএমজি সেক্টরে অগ্নি ও বিল্ডিং সেইফটির জন্য জাতীয় ত্রিপাক্ষিক কমিটি

রানা প্লাজায় দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য জাতীয় ত্রিপাক্ষিক কর্মপরিকল্পনা অন ফায়ার সেফটি অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি (NTPA) বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৩ সালের মে মাসে জাতীয় ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের (MoLE) সচিবের নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এনটিপিএ এবং ইইউ (EU) সাসটেইনেবিলিটি কমপ্যাক্ট (কমপ্যাক্ট)১০ এর প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে? কর্মক্ষেত্রের জাতীয় সেইফটি বিষয়ে, বাংলাদেশ সরকার আগুন, বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা এবং কাঠামোগত অখন্ডতা সম্পর্কিত রপ্তানি-ভিত্তিক আরএমজি কলকারখানাগুলির মূল্যায়ন করতে সম্মত হয়েছে। সেই চুক্তির পরে, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স এবং ৩টি সংস্থা ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ (NI) নামে তিন সংস্থা ২০১৫ সালের শেষের দিকে ৩৭৮০ টি আরএমজি কলকারখানার মূল্যায়ন করেছিলেন। নীচে এই তিনটি উদ্যোগের দ্বারা মূল্যায়ন করা বেশ কয়েকটি কলকারখানার সারসংক্ষেপ দেওয়া হল।

সারণী ২: তিনটি উদ্যোগ দ্বারা মূল্যায়ন করা কলকারখানার সংখ্যা

উদ্যোগের নাম	মূল্যায়নকৃত কলকারখানার সংখ্যা
জাতীয় উদ্যোগ (এনআই)	১,৫৪৯
অ্যাকর্ড	১,৫০৫
জোট	৮৯০
অ্যাকর্ড ও জোট কর্তৃক একত্রে	-১৬৪
মোট	৩,৭৮০

১০ রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং আইএলও বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রম অধিকার, কাজের পরিবেশ এবং কলকারখানার নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য একটি বড় চুক্তিতে যোগ দেয়। আরও তথ্যের জন্য,

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151601.pdf

পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সময়, কলকারখানাগুলির প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য একটি সাধারণ মান অ্যাকর্ড, জোট এবং জাতীয় উদ্যোগ দ্বারা সম্মত হয়েছিল। কলকারখানাগুলির প্রাথমিক মূল্যায়ন পরিচালনা করার পরে, আসন্ন ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়নের জন্য পর্যালোচনা প্যানেলের কাছে পাঠানো হয় এবং কারখানাটি বন্ধ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে, প্রাথমিক মূল্যায়নগুলি বিস্তারিত প্রকৌশল মূল্যায়ন (DEA) এবং সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা (CAP) সুপারিশ করে। এনটিপিএ অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন এবং ডিইএ নির্দেশিকাগুলি উন্নত করা হয়েছিল এবং সেইফটি মূল্যায়ন এবং সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা (CAP) বিকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রাথমিক সেইফটি মূল্যায়ন শেষ হওয়ার পরে, CAPগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্কারের দিকে জোর দেওয়া হয়। ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ কলকারখানাগুলির সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ ও সহজতর করার জন্য, রেমিডিকেশন কো-অর্ডিনেশন সেল (RCC) ১৫ মে ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। RCC বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগের অধীনে পোশাক কলকারখানাগুলির জন্য সংস্কার প্রক্রিয়া পরিচালনার উপর মনোনিবেশ করে। আরসিসি কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) দ্বারা সমর্থিত।

RCC-র কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সকে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ায় সহায়তা করার জন্য, ২০১৮ সালের ১৪ ই জুন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের আরএমজি খাতের জন্য একটি ট্রানজিশন মনিটরিং কমিটি (টিএমসি) গঠন করা হয়েছিল। টিএমসি ছাড়াও, RCC-র কার্যক্রম তদারকির জন্য উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয়েছিল।

৪.১১ জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল

সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠন করে। কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।

৪.১২ নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (RAJUK), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (KDA) এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (RDA) এর মতো সরকারী সংস্থা যা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে নগর উন্নয়ন সমন্বয় সাধনের জন্য দায়ী। তারা বিল্ডিং পরিকল্পনা, এস্টেট এবং সম্পদ, প্লট বরাদ্দ এবং সরকারী ও বেসরকারী উভয় সংস্থার কাছ থেকে নির্মাণ অনুমোদনের উপর একটি জাতীয় কর্তৃত্বপূর্ণ বোর্ড।

৪.১৩ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এর উপর আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

জাতিসংঘ, ILO কে কাজ-সম্পর্কিত বিষয়ে তার প্রধান সংস্থা হিসাবে নিয়ে, বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক শ্রম ও মানবাধিকার সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য কাজ করছে; ব্র্যান্ড; ক্রেতারা; খুচরা বিক্রেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন। এর মধ্যে অনেকগুলি উদ্যোগ আরএমজি সেক্টরকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে দুটি হল NIRAPON (অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটির উত্তরসূরি) এবং বাংলাদেশে অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি।

৪.১৩.১ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

ILO একটি সেইফটি ও শোভন কাজের পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের জন্য শ্রম অধিকার উন্নয়নে নিবেদিত। ILO নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ১,৫৪৯ টি RMG কলকারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক সেইফটি পরীক্ষা করার জন্য জাতীয় উদ্যোগকে সমর্থন করা; DIFE এবং FSCD-র মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, সেইসাথে শ্রম পরিদর্শন এবং জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সিস্টেমগুলিকে শক্তিশালী করে একটি প্রতিরোধমূলক সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে।

১.১৩.২ অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কাস সেইফটি

উত্তর আমেরিকার পোশাক কোম্পানি, খুচরা বিক্রেতা এবং ব্র্যান্ডগুলির একটি গ্রুপ যৌথভাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের সেইফটি উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি ইনিশিয়েটিভ চালু করেছে। অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোর মধ্যে আগুন, কাঠামোগত ও স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তায় পদ্ধতিগত ও টেকসই উন্নতির ওপর গুরুত্বারোপ করে। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, প্রায় ১.৬ মিলিয়ন শ্রমিককে অগ্নি নিরাপত্তায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ২৮,০০০ এরও বেশি নিরাপত্তা রক্ষীকে অগ্নি নিরাপত্তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ২০১৮ সালের শেষের দিকে সাবেক এলায়েন্স সদস্যগন ও প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ব্রান্ডের কারখানাগুলো নিরাপন চালু করে যার লক্ষ হচ্ছে শ্রমিক সেবাকেন্দ্র চালু প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাপর উন্নয়ন।

১৩.৩ বাংলাদেশে অগ্নি ও ভবন সেইফটি বিষয়ক চুক্তি

অ্যাকর্ড ১৯০ টিরও বেশি পোশাক কর্পোরেশন, দুটি বৈশ্বিক ট্রেড ইউনিয়ন Industrital ও UNI এবং অসংখ্য বাংলাদেশী ইউনিয়নের একটি উদ্যোগ যা RMG কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এটি একটি স্বাধীন এবং আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি যা বাংলাদেশের পোশাক কলকারখানাগুলিকে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।

৪.১৩.৪ জিআইজেড (GIZ)

শিপইয়ার্ড এবং আরএমজি সেক্টরে ওএসএইচ উন্নতি হল জার্মান উন্নয়ন সংস্থা Deutsche Gesellschaftfur International Zusammenarbeit (GIZ) এর অগ্রাধিকারমূলক কর্মক্ষেত্র। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিপইয়ার্ড, ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সহযোগিতা, যাতে শিপইয়ার্ড কর্মী এবং তাদের বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নত করা যায়।

১৩.৫ ড্যানিশ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট অথরিটি (DWEA)

২০১৬ সাল থেকে ডেনমার্কের সরকার 'শ্রম কর্তৃপক্ষের শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয়ন' শীর্ষক একটি কৌশলগত খাতের সহযোগিতা (SSC) প্রকল্পের মাধ্যমে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) মান উন্নীত করছে। প্রকল্পটি প্রযুক্তিগত এবং লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করে এবং আটটি বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে।

৫ সামাজিক নিরাপত্তা ও বীমা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা (২০১৫) ১০০ বা ততোধিক স্থায়ী কর্মী সহ কর্মক্ষেত্রের জন্য দলগত বীমার জন্য বাধ্যতামূলক বিধান প্রদান করে। এটি ১০ জনেরও বেশি কর্মী সহ কর্মক্ষেত্রের জন্য দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের বীমাও নির্ধারণ করে।

জাতীয় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (NLWF) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন (২০০৬) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা রোগ, দুর্ঘটনা অক্ষমতা বা শ্রমিকদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান করে। NLWF তাদের সন্তানদের আর্থিক সহায়তাও প্রদান করে। নিম্নলিখিত সারণিতে কতজন শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন এবং সেই শ্রমিকদের যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

বছর	মারাত্মক আঘাতের কারনে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা	নিহত শ্রমিকের উত্তোরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত টাকার পরিমান	আহত শ্রমিকের সংখ্যা	চিকিৎসার জন্য আহত শ্রমিকদের নিকট হস্তান্তরিত টাকার পরিমান	দরিদ্র শ্রমিকদে মেধাবী ছেলে/ মেয়ের সংখ্যা	প্রাপ্ত সহায়তার পরিমান	মোট উপকারভোগী	মোট সহায়তার পরিমান (টাকা)
২০১২-২০১৩	১১১	১১,১০০,০০০	৪৪	৮৮০,০০০	-	-	১৫৫	১১,৯৮০,০০০
২০১৩-২০১৪	৩	৬০,০০০	৬৭	১,২১৮,৩৫৫	-	-	৭০	১,২৭৮,৩৫৫
২০১৪-২০১৫	১	১০,০০০	৮৬	১,৭২০,০০০	-	-	৮৭	১,৭৩০,০০০
২০১৫-২০১৬	২	২২৫,০০০	৩৫	১,২৪০,০০০	-	-	৩৭	১,৪৬৫,০০০
২০১৬-২০১৭	১৭১	২৫,১৫৫,০০০	৪৬৯	১৯,৬২০,০০০	২৮১	১৩,২২০,০০০	৯২১	৫৫,৩৬৫,০০০
২০১৭-২০১৮	৬৬	৬,৬৮৫,০০০	১,০৫২	৫১,৩৩০,০০০	২৮৯	১৩,২২০,০০০	১,৪০৬	৭১,২৩৫,০০০
২০১৮-২০১৯	১২৬	৭,১১০,০০০	৩,৪২২	১৩৪,৬৩০,০০০	২৮২	৯,৮২০,০০০	৩,৮৩৩	১৫১,৫৬০,০০০
সর্বমোট	**৪৮০**	**৫০,৩৪৫,০০০.০০**	**৫,১৭৫**	**২১০,৬৩৮,৩৫৫**	**৮৫২**	**৩৬,২৬০,০০০**	**৬,৫০৯**	**২৯৪,৬১৩,৩৫৫**

উৎস: জাতীয় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রশাসনিক ডাটা

Source: National Labour Welfare Foundation Administrative Data

৬ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) উপর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা

৬.১ প্রশিক্ষণ, গবেষণা, এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) উপর শিক্ষা

বাংলাদেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রতিষ্ঠানই পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এর উপর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করছে।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগ প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির সেবা প্রদান করে থাকে। এটি অগ্নিনির্বাপক, উচ্ছেদ, উদ্ধার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কোর্স (কর্মী), রাসায়নিক আগুনের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কোর্স, জাতীয় বিল্ডিং কোড এবং অগ্নি নিরাপত্তা পরিচালকদের কোর্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।

- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (BCIC) একটি অংশ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (TICI), শিল্প সেইফটি, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল, প্রক্রিয়া শিল্পের জন্য বৈদ্যুতিক নিরাপদ কাজ অনুশীলন, ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিকের নিরাপদ হ্যান্ডলিং ইত্যাদি বিষয়ে (OSH)-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

- শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউট (IRI) শ্রম বিভাগের অধীনে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যা শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম প্রশাসন, শ্রম কনভেনশন, এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বিষয়গুলির উপর স্বল্প-ফর্ম প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। বর্তমানে চট্টগ্রাম, গাজীপুর, খুলনা ও রাজশাহীতে চারটি আইআরআই রয়েছে।

- বাংলাদেশ এমপ্লেয়োর্স ফেডারেশন (BEF) নিয়মিত পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। বিইএফ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং কমপ্লয়েন্স উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে; বাংলাদেশের শ্রম আইন; কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; নেতৃত্ব এবং কর্মক্ষত্র পরিচালনার আধুনিক অনুশীলন, ইত্যাদি।

- বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BGMEA) তার সদস্য কলকারখানাগুলোতে সামাজিক ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য একটি সামাজিক কমপ্লায়েন্স ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প পরিচালনা করছে। BGMEA, তার CSR কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, সদস্য কলকারখানাগুলিতে ফায়ার ড্রিল এবং অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণও পরিচালনা করে।

- এটি অগ্নি সম্পর্কিত ঘটনা প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জন নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (BILS) নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহযোগিতায় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ে শ্রমিকদের শিক্ষাদান করার জন্য ইনস্টিটিউটটি নিয়মিতভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে। BILS চিকিৎসা সেবা এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) তথ্য প্রদানের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের শ্রমিকদের জন্য দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা করে।
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ (BIMS) নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন, (২০০৬) এবং এর পরবর্তী সংশোধনীর উপর দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। কোর্সগুলি - মধ্য-স্তরের পরিচালক এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের লক্ষ্য করে স্বাস্থ্য, সেইফটি, স্বাস্থ্যবিধি, কল্যাণ এবং কাজের অবস্থার বিষয়ে নিয়োগকর্তাদের জন্য আইনী প্রয়োজনীয়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
- বাংলাদেশ পেশাগত সেফটি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ফাউন্ডেশন (OSHE) শ্রমবাজার এবং শ্রমিকদের অধিকার, পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এবং পরিবেশগত বিষয়সম্পর্কিত সাময়িক নীতি বিষয়ক বিষয়ে বিতর্ক ও এ্যাডভোকেসী করে থাকে।
- সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি শ্রমিক, মালিক, এনজিও এবং সরকারী নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্য ও সেইফটির ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এবং কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।
- বুয়েট-জাপান ইন্সটিটিউট দুর্যোগ প্রতিরোধ ও নগর নিরাপত্তা (BUET-JIDPUS) ২০০৯ সালে জাপানের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটটি দুর্যোগ হ্রাস এবং শহুরে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও শহুরে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা, তদন্ত ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা।
- ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (IEB) তার সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা এবং নিরাপত্তা বিধি প্রণয়ন করে থাকে। প্রবিধান ও নীতি, নিরাপত্তা অডিট প্রোগ্রাম, পেশাগত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনা, গবেষণা পরিচালনাকারী পৃথক শিল্পের জন্য সেইফটি কোড এবং ম্যানুয়াল সংকলন, এবং নিরাপত্তা উপর সিলেবাস প্রবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম প্রণয়ন করে থাকে ।
- NIPSOM (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন), একটি জাতীয় জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা স্বাস্থ্যের প্রচার এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। NIPSOM ৪০ অনুষদ সদস্যদের সঙ্গে একটি ডেডিকেটেড পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত বিভাগ আছে। এটি নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করে, পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এ প্রশিক্ষণ প্রদান করে, পাশাপাশি পেশাগত এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যে একটি পূর্ণ-সময়ের, এক বছরের মাস্টার ইন পাবলিক হেলথ (MPH) প্রদান করে। পেশাগত ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য হেলথ ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন নমুনায় আর্সেনিকের বিশ্লেষণ, সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ ইউনিটও রয়েছে।

৬.২ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ইন্সটিটিউট

বাংলাদেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাবের কথা স্বীকার করে বাংলাদেশ সরকার ১,৬৫২,৮৩৩,০০০ টাকার আনুমানিক বাজেটের সাথে ন্যাশনাল অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (NOSHRETI) প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছিল এবং ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পের এই পর্যায়ে রাজশাহীতে ইনস্টিটিউট ভবন ও প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো স্থাপন করা হবে।

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ইন্সটিটিউট এর ৫ (পাঁচটি) অনুষদ থাকবে: (১) প্রশাসন, (২) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৩) গবেষণা ও উন্নয়ন, (৪) পেশাগত স্বাস্থ্য, এবং (৫) পেশাগত সেইফটি এবং গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা এবং পরামর্শ পরিচালনা করবে।

৭ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) তথ্য সংগ্রহ

কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) প্রধানত পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH), পেশাগত দুর্ঘটনা, আঘাত, এবং রোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য শ্রম পরিদর্শন করে থাকে, দুর্ঘটনা, আঘাত, এবং রোগের রিপোর্ট তৈরী করে যা প্রতিরোধের জন্য কাজ করে ।

কলকলকলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) নিম্নলিখিত উৎসগুলির মাধ্যমে ওএসএইচ সম্পর্কিত তথ্য পায়:

- শ্রম আইনে বিএলএ ধারা ৮০ এবং ৮২ অনুযায়ী পেশাগত দুর্ঘটনা, আঘাত এবং রোগের উপর নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য;
- শ্রম পরিদর্শকদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শন থেকে সংগৃহীত তথ্য;
- পেশাগত দুর্ঘটনা, আঘাত এবং রোগ তদন্তের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য
- শ্রমিক, জনসাধারণ, মুদ্রণ / স্বয়ংক্রিয় মিডিয়া এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

যদি কোনও কলকলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, যার ফলে জীবন বা আঘাতের ক্ষতি হয়, তবে নিয়োগকর্তারা আইনত DIFE কে একটি নোটিশ বা জানাতে বাধ্য।

শ্রম পরিদর্শকরা একটি পরিদর্শন চেকলিস্ট নিয়ে কলকারখানা এবং স্থাপনাগুলি পরিদর্শন করেন। এই চেকলিস্টে বাংলাদেশ শ্রম আইন, (২০০৬) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা (২০১৫) অনুযায়ী প্রশ্ন রয়েছে। একটি পরিদর্শন সম্পন্ন করার পরে, শ্রম পরিদর্শকরা চেকলিস্ট থেকে কমপ্লায়েন্স এবং নন কমপ্লায়েন্স নব এই বিষয়গুলো চিহ্নিত করে। পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ইস্যু, পেশাগত দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণ ও সেইফটি কমিটি, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, সামাজিক সেইফটি বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, কর্মক্ষেত্রের সহিংসতা এবং অন্যান্য বিষয়ে সংগৃহীত পরিদর্শনের তথ্য থেকেও রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

DIFE -কে একটি দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা হলে, এর শ্রম পরিদর্শকরা অবিলম্বে কলকারখানাটি পরিদর্শন করে ঘটনাটি তদন্ত করে এবং মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে।

সামগ্রিকভাবে প্রতি ছয় মাস অন্তর কলকারখানা থেকে জেলাভিত্তিক অফিসগুলোর মাধ্যমে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয় এবং সমস্ত তথ্য ডেটা সংকলিত এবং সংহত করা হয়।

শ্রমিক, শ্রমিক সংগঠন এবং ইউনিয়নগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যারা সরাসরি কলকারখানা ও স্থাপনায় কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে, এই তথ্য সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, প্রাথমিক উৎস। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CMS) এবং DIFE হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যা ILO -র সহায়তায় ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ মার্চ ২০১৮ এ চালু হয়, ডিজিটালাইজড লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) যা শ্রম পরিদর্শন তথ্য সংগ্রহ, স্টোরেজ এবং বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ইন্সপেক্টররা এখন একটি কলকলকারখানা / প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে এবং এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক ছবি তুলতে এবং ভিডিও এবং অডিও রেকর্ড করতে সক্ষম। লিমায় যে সকল তথ্যগুলো পাওয়া যায়:

- পেশাগত দূর্ঘটনা, ইনজুরি অ্যান্ড ডিজিজ রিপোর্টিং সিস্টেম (OAIDRS), যার মাধ্যমে নিয়োগকর্তারা ডিআইএফইকে কোনও পেশাগত দুর্ঘটনা, আঘাত এবং / অথবা রোগ সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন।
- সেইফটি কমিটির ডাটাবেস, যেখানে সংশ্লিষ্ট সেইফটি কমিটি গঠন এবং কার্যকারিতা রিপোর্ট করা হয়।
- পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিশেষজ্ঞদের ডাটাবেস; দেশের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা যারা কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য কলকলকারখানাগুলিকে সমর্থন করতে পারে

শ্রম পরিদর্শন এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলিও LIMA এ সর্বজনীনভাবে পাওয়া যায়।[১২]

[12]DIFE's digital inspection platform Labour Inspection Management Application (LIMA) is accessible via http://lima.dife.gov.bd/

৮ প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ

৮.১ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) দিবস উদযাপন

২০১৬ সাল থেকে, DIFE প্রতি বছর ২৮ শে এপ্রিল জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) দিবস পালন করে আসছে। দিবসটি প্রচার করার জন্য, DIFE প্রেস ইভেন্ট, পাবলিক স্পেস ব্র্যান্ডিং, সংবাদপত্রের পরিপূরক এবং বিজ্ঞাপন, চারটি প্রধান শিল্প অঞ্চলে রোড শো এবং DIFE এর আঞ্চলিক অফিসগুলির প্রতিটিতে সচেতনতা প্রচারাভিযানের আয়োজন করে।

৮.২ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ভালো অনুশীলন পুরস্কার

জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) দিবসে ২০১৮ এর জন্য, DIFE আরএমজি সেক্টরের জন্য একটি বার্ষিক পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) গুড প্র্যাকটিস অ্যাওয়ার্ড চালু করেছে। অনুষ্ঠানে ১০টি আরএমজি কলকারখানাকে তাদের শ্রমিকদের জন্য সেইফটি ও স্বাস্থ্যকর কর্মস্থল নিশ্চিত করতে অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। ২০১৯ সালে, পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) গুড প্র্যাকটিস অ্যাওয়ার্ডটি আরও চারটি সেক্টরে প্রসারিত করা হয়েছিল; ফার্মাসিউটিক্যালস, সমাপ্ত চামড়ার পণ্য, চা এবং পাট। মোট ২২ টি কলকারখানা ২৮ শে এপ্রিল ২০১৯ এ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ডে গুড প্র্যাকটিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

৮.৩ শিশু শ্রম নির্মূল

কলকলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)-এর অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হল বাংলাদেশে শিশুশ্রম নির্মূল করা। ILO-CLEAR প্রকল্পের হস্তক্ষেপে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের (USDOL) অর্থায়নে শিশুশ্রম কমানোর জন্য ECountry Level Engagement and Assistance (ক্লিয়ার) প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে শিশুশ্রম নির্মূলে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরাসরি অবদান রাখা। এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে, DIFE -র সকল কর্মকর্তা এবং পরিদর্শকদের শিশু শ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শিশু শ্রম পরিদর্শনে প্রশিক্ষিত ২০ জন ডিআইএফই কর্মকর্তা এখন DIFE সদর দপ্তর এবং ২৩ টি জেলা অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। DIFE -র সকল কর্মকর্তা এবং পরিদর্শকদের ৩৮ টি বিপদজনক খাতে শিশু শ্রমের সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপদজনক কাজের উপর বিশেষ জোর দিয়ে শিশু শ্রম নির্মূল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। DIFE শ্রম পরিদর্শন চেকলিস্টে শিশু শ্রম সম্পর্কিত একটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং শ্রম পরিদর্শকরা সক্রিয়ভাবে শিশু শ্রমিকদের জড়িত থাকার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে।

২০১৮ সালের মধ্যে সাবান, কাচ, রেশম, ট্যানারি, জাহাজ ভাঙা ও বয়নসহ ছয়টি খাত থেকে শিশু শ্রম নির্মূল করা হয়েছে।

২০১৯ সালে, মোলের তত্ত্বাবধানে, DIFE বিপদজনক শিশু শ্রম নির্মূল করার জন্য আরও চারটি সেক্টরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যথা প্রকৌশল কর্মশালা, বেকারি, হোটেল এবং প্লাস্টিক। এটি এসডিজি লক্ষ্য ৮.৭ অর্জনের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: জোরপূর্বক শ্রম নির্মূল, আধুনিক দাসত্ব ও মানব পাচার বন্ধ করতে এবং শিশু সৈনিকদের নিয়োগ ও ব্যবহার সহ সবচেয়ে ক্ষতিকর ধরনের শিশু শ্রমের নিষেধাজ্ঞা ও নির্মূল নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশু শ্রম নিমূল করা হবে।

৮.৪ লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা (Ensuring Gender Equality)

২০১৭ সাল থেকে, DIFE বাংলাদেশ শ্রম আইন প্রয়োগের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পরিদর্শনের জন্য চেকলিস্টটি বিএলএ ২০০৬ এর ধারা ৩৪৫ দ্বারা নিশ্চিত হিসাবে কর্মক্ষেত্রে সমান কাজের জন্য সমান বেতন নিশ্চিত করে।

ধারা ৩৩২-এর আওতার মধ্যে, চেকলিষ্টের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিসহ লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং হয়রানি পরিদর্শনকরার ব্যবস্থা রয়েছে (ক) অভিযোগ করার জন্য কোনও কার্যকর ব্যবস্থা, আছে কিনা? (খ) নারী কর্মীরা যদি কোন শ্রমিক অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানে কিনা এবং (গ) অভিযোগ দায়ের করতে কোন শ্রমিক বাধাপ্রাপ্ত হন কিনা?

ILO -র RMG ফেজ টু প্রোগ্রামের অধীনে, DIFE -এর লিঙ্গ-সংবেদনশীল শ্রম পরিদর্শনের ক্ষমতা জোরদার করা হচ্ছে। UNFPA ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি ডিআইএফই Gender Equality and Women's Empowerment of Work place করছে। তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও চা বাগান খাতে কর্মরত নারীদের লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন কমিয়ে আনাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। এডভোকেসি এবং মোটিভেশনাল মিটিংয়ের মাধ্যমে, প্রকল্পটি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV), যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) এবং এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে সচেতনতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে।

৯ মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম

৯.১ বাংলাদেশ এমপ্লোয়ার্স ফেডারেশন (Bangladesh Employers Federation)

নিয়োগকর্তাদের একমাত্র জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি হিসাবে, বাংলাদেশ মালিক ফেডারেশন (BEF) সামাজিক, শ্রম, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত কার্যক্রমের সাথে জড়িত। পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে BEF ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সক্রিয় রয়েছে। BEF পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এর গুরুত্ব স্বীকার করে, বিশেষ করে টেকসই শিল্পায়নের জন্য, এবং প্রাসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি পৃথক পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) ইউনিট রয়েছে।

BEF শ্রম ও প্রশাসনিক বিষয়ে কাজ করা সদস্য সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের জন্য মাসিক সভার আয়োজন করে। এই বৈঠকগুলির সময়, সদস্য সংস্থাগুলির পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) দিকগুলি চলমান উন্নতির জন্য আলোচনা করা হয়।

BEF, শেখার এবং উন্নয়নের একটি শক্তিশালী সমর্থক হিসাবে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সেমিনার এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) এর ফোরামে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে, এটি জাপানে নিয়মিত পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রশিক্ষণ সেশনে তার সদস্যদের প্রতিনিধি পাঠায়, যা জাপানিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর ওভারসিজ টেকনিক্যাল কো-অপারেশন অ্যান্ড সাসটেইনেবল পার্টনারশিপস (AOTS) দ্বারা সংগঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরে, সদস্যদের (OSH) সমস্যাগুলি সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা হয়েছে এবং এটি আরও উন্নত করার দিকে কাজ করতে পারে। এর সদস্যদের মধ্যে গ্রামীণফোন লিমিটেড, আমেরিকান অ্যান্ড ইফির্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড, খাদিম সিরামিকস লিমিটেড এবং বেঙ্গল গ্লাসওয়ার্কস লিমিটেড এই প্রশিক্ষণের ফলে আরও ভাল ওএসএইচ অনুশীলনকে শক্তিশালী ও বাস্তবায়ন করেছে বলে জানা গেছে।

২০১৩ সালে রানা প্লাজার ঘটনার পর বিইএফ সক্রিয়ভাবে তৈরি পোশাক (RMG) খাতে (OSH) ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে শক্তিশালী করার আহবান জানায়। আইএলও প্রকল্পের আওতায় "তৈরি পোশাক খাতে (RMGP) কাজের অবস্থার উন্নতি" এর অধীনে, বিইএফ সফলভাবে পেশাগত সেফটি ও স্বাস্থ্য (EOSH) এর অপরিহার্য বিষয়ে মাস্টার প্রশিক্ষকদের জন্য "প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ" কর্মশালা সম্পন্ন করেছে। বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ দ্বারা নির্বাচিত প্রায় ১১৪ জন অংশগ্রহণকারীকে আইটিসিআইও প্যাকেজ "পেশাগত সেফটি ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা (EOSH)" এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এই মাস্টার প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ সেশন সরবরাহ করেছিলেন এবং ৮,০৩৮ জন মধ্য-স্তরের পরিচালকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, যারা পরিবর্তে, ৮১১,১০০ জন শ্রমিকের মধ্যে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রশিক্ষণ সেশনগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং পরিচালনা করেছিলেন। EOSH প্যাকেজকে সংহত করে নতুন প্রশিক্ষণ সামগ্রীগুলি কলকারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সরবরাহের সুবিধার্থে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

৯.২ শ্রমিককে শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি

NCCWE বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান ফোরাম। NCCWE ১১টি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন নিয়ে গঠিত। NCCWE পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্যকে কেবল শ্রমিকদের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে মনে করে না, এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে ভাল এবং অনুকূল শিল্প সম্পর্ক এবং কর্মপরিবেশ তৈরীর বিষয়কেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেহেতু শ্রমিকরা সেইফটি এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকির প্রধান শিকার, NCCWE কর্মীদের পেশাগত সেইফটি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করার দিকে মনোনিবেশ করে।

১৯৯০ সালে সারাকা গার্মেন্টসে অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর, শ্রমিক ফেডারেশনগুলির জন্য সেইফটি বিষয়গুলি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। অতএব, NCCWE এবং এর ফেডারেশনগুলি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করেছে।

এরপর থেকে ILO 'র সহায়তায় শ্রমিক সংগঠনগুলো পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য কার্যক্রমের আয়োজন করে আসছে। NCCWE প্রশিক্ষণ মডিউল এবং সরঞ্জামগুলির একটি ধারাবাহিকতা তৈরি করেছে, সেইসাথে 'মাস্টার প্রশিক্ষকদের' একটি পুল, যারা নিয়মিত OSH (পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য) প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করে।

২০১৬-২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ৮,০০০ গার্মেন্টস শ্রমিককে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক সংগঠনগুলো সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, যেমন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে এসব প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। ফলস্বরূপ, পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত আইন এবং সেইফটি নিশ্চিতকরনের উপায় সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু কলকারখানায় সেফটি কমিটি থাকলেও অধিকাংশ পোশাক কলকারখানায় কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই। প্রশিক্ষিত শ্রমিকরা এখন সেইফটি কমিটি এবং অংশগ্রহণ কমিটির মাধ্যমে কলকারখানায় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য, অগ্নি নিরাপত্তা এবং অবকাঠামোগত নিরাপত্তা উন্নত করার অবদান রাখতে সক্ষম।

ILO দ্বারা সমর্থিত, NCCWE ২০১৮ সালে ওয়ার্কার্স রিসোর্স সেন্টার (WRC) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে, যা দুটি নেতৃস্থানীয় শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম - শ্রমিকদের শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি (NCCWE) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (IBC), যা পরামর্শ, সক্ষমতা বৃদ্ধির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরিচালনাকে সমর্থন করার লক্ষ্যে কাজ করে এবং তথ্য আদান-প্রদান।

সংগঠিত শ্রমিকরা, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কলকারখানা পর্যায়ে জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অতএব, পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সক্ষমতা জোরদার করা কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) নিশ্চিত করার মূল চাবিকাঠি।

১০ DIFE এর পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ক তথ্য

১০.১ শ্রম পরিদর্শন সংখ্যা

DIFE বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে এবং সেই অনুযায়ী সারা বছর ধরে পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। সারণী ৩ ২০১৫ থেকে ২০১৮ সময়ের জন্য DIFE দ্বারা পরিচালিত পরিদর্শনের সংখ্যা দেখায়।

সারণী ৩: ২০১৫-২০১৮ সালের শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম

অর্থবছর	কলকারখানা				দোকান		প্রতিষ্ঠান		সমগ্র
	আরএমজি	অন্যান্য	মোট	সমগ্রের শতকরা হার	মোট	সমগ্রের শতকরা হার	মোট	সমগ্রের শতকরা হার	
২০১৫-২০১৬	২,৯৮৮	১৮,০৭৩	২১,০৬১	৭৬.০৭%	৪,৬৭৪	১৬.৮৮%	১,৯৫০	৭.০৪%	২৭,৬৮৫
২০১৬-২০১৭	২,১৭৭	১৯,৯৪৯	২২,১২৬	৬৭.২০%	৭,২০০	২১.৮৭%	৩,৫৯৮	১০.৯৩%	৩২,৯২৪
২০১৭-২০১৮	৪,৯৮৫	১৭,৪০০	২২,৩৮৫	৫২.৫০%	১৩,৬২২	৩১.৯৫%	৬,৬৩২	১৫.৫৫%	৪২,৬৩৬
সর্বমোট	১০,১৫০	৫৫,৪২২	৬৫,৫৭২	৬৩.৫১%	২৫,৪৯৬	২৪.৬৯%	১২,১৮০	১১.৮০%	১০৩,২৪৮

১০.২ পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত শ্রম আইনের লঙ্ঘনসমূহ

সকল (২৩টি) DIFE অফিস মানসম্মত চেকলিস্ট ব্যবহার করে পরিচালিত পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন লঙ্ঘন সনাক্ত করে। এই লঙ্ঘনগুলি ১৩টি (Claster) এর অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে:

১. নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী

২. শিশু ও কিশোর শ্রমিক নিয়োগ

৩. প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা

৪. পেশাগত স্বাস্থ্য

৫. পেশাগত সেইফটি

৬. পেশাগত দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণ এবং সেইফটি কমিটি,

৭. কল্যাণমূলক ব্যবস্থা,

(Claster)

৮. কর্মঘন্টা ও ছুটি

৯. মজুরি সংক্রান্ত

১০. সামাজিক নিরাপত্তা (বীমা, ভবিষ্যত তহবিল, লভ্যাংশ বন্টন ইত্যাদি)

১১. বৈষম্য,

১২. কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা

১৩. বিবিধ

২০১৪ সালে DIFE দ্বারা পরিচালিত পরিদর্শনের সময়, শ্রম আইনের মোট ৪৪,৩৪৭ টি লঙ্ঘন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০.৮ শতাংশ RMG সম্পর্কিত । লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের শর্তাবলী (৪৪ শতাংশ) সম্পর্কিত ছিল, যখন সেইফটি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লঙ্ঘন ছিল ২৭ শতাংশ ২০১৬ সালে, মোট লঙ্ঘনের সংখ্যা ছিল ৭৯,২১২ টি যা ২০১৮ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৬,৬১৮-এ। পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চেকলিস্টের কার্যকর ব্যবহারের কারণে তুলনামূলক ভাবে লংঘনে হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪: গুচ্ছ আকারে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত শ্রম আইনের লঙ্ঘনসমূহ (২০১৬-২০১৮)

বছর	নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী	শিশু ও কিশোর শ্রমিক নিয়োগ	প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা	পেশাগত স্বাস্থ্য	পেশাগত সেইফটি	পেশাগত দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণ ও সেইফটি কমিটি	কল্যাণমূলক ব্যবস্থা	কর্মঘন্টা ও ছুটি	মজুরি সংক্রান্ত পরিশোধ	সামাজিক নিরাপত্তা, লভ্যাংশ বন্টন, ভবিষ্যৎ তহবিল	বৈষম্য	কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা	বিবিধ	মোট
২০১৬	৯,৪৬১	৮৪৯	১,৮৪১	৮,০১৯	১০,৫২৪	৪,৩৩১	৫,৯০৪	১৬,১১৬	৩,৫৫৮	৫৪০	২০১	১৫৩	৭,৭১৫	৭৯,২১২
২০১৭	২৫,৮৪৩	২,০৫৮	২,৪১৮	১০,৭৮০	১০,৪৬২	৪,১৭৬	১০,২৭২	১৪,৯০০	৫,০৬৯	৭৫০	২৫৫	১৬৮	১৩,১৮৬	১০০,৩৩৬
২০১৮	৩২,৩১৭	১,২৩৪	২,৭৮৪	১১,০২০	১৩,৫৬২	৬,২৯২	৬,৩৫৯	২৩,৭১৮	৬,৪০৪	৯৬৩	৫৭২	২৯৯	১১,০৯৪	১১৬,৬১৮
সর্বমোট	৭৭,৬২১	৪,১৪১	৭,০৪৩	২৯,৮১৯	৩৪,৫৪৮	১৪,৭৯৮	২২,৫৩৫	৫৪,৭৩৪	১৫,০৩১	২,২৫৩	১,০২৮	৬২০	৩১,৯৯৫	২৯৬,১৬৬
গড়	২৫,৮৭৪	১,৩৮০	২,৩৪৮	৯,৯৪০	১১,৫১৬	৪,৯৩৩	৭,৫১২	১৮,২৪৫	৫,০১০	৭৫১	৩৪৩	২০৭	১০,৬৬৫	৯৮,৭২২

২০১৬-২০১৮ সালে, শ্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে পাওয়া বেশিরভাগ লঙ্ঘনগুলি ছিল নিয়োগ এবং চাকুরী শর্তাবলী (২৬%), কর্মঘন্টা এবং ছুটি (১৯%), পেশাগত নিরাপত্তা (১২%), এবং পেশাগত স্বাস্থ্য (১০%) সম্পর্কিত (চিত্র ১)।

চিত্র ১: গুচ্ছভিত্তিক লঙ্ঘনের হার

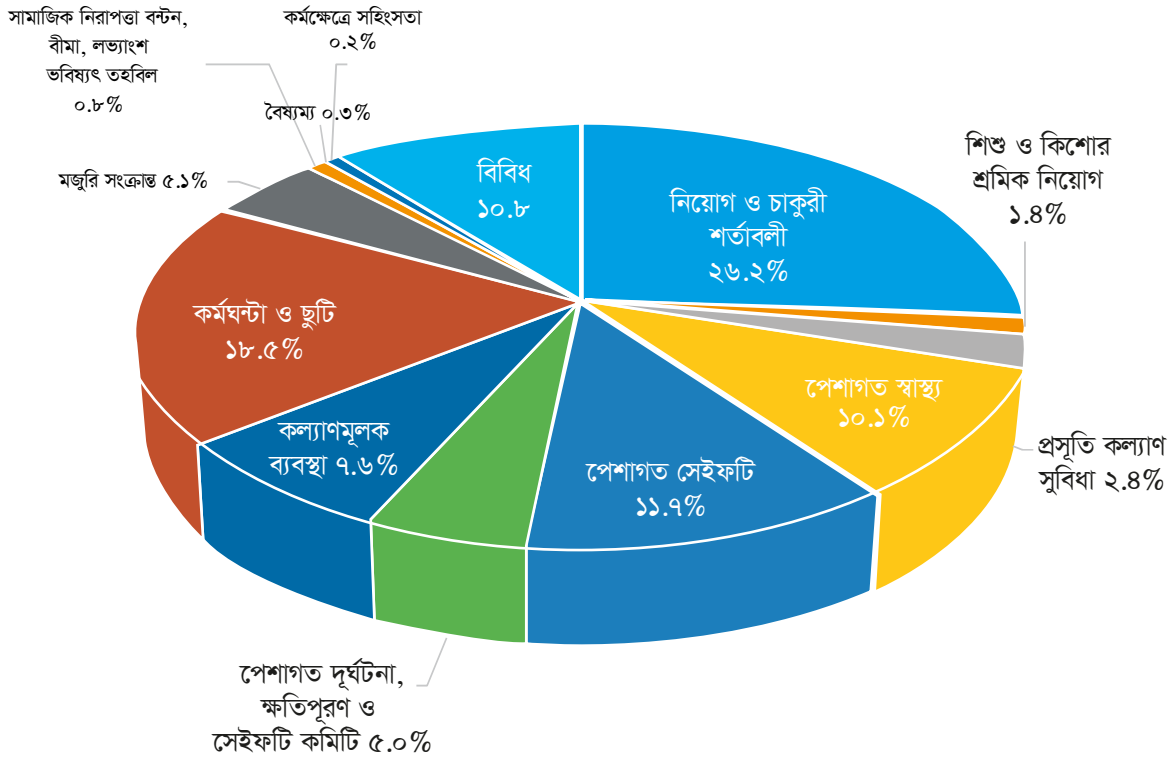

২০১৬ সালে মানসম্মত পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রবর্তনের সাথে সাথে, চিহ্নিত লঙ্ঘনগুলি পদ্ধতিগতভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং নিয়োগকারীদের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে এবং আইনী পদ্ধতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

১০.৩ লঙ্ঘনের জন্য দায়ের করা আইনি মামলা

সংশোধনের নোটিশ পাওয়ার পরও নিয়োগকারীদের দ্বারা সংশোধিত হয়নি এমন শূন্য সহিষ্ণুতা (জিরো টলারেন্স) লঙ্ঘন সমূহের জন্য DIFE মামলা করে থাকে। ২০১৫-২০১৬ সালে মোট ১৩০৪টি মামলা দায়ের করা হয়।

সারণি ৫: দায়েরকৃত মামলা এবং নিষ্পত্তির সংখ্যা (২০১৬-২০১৯)

অর্থবছর	কলকারখানা				দোকান		প্রতিষ্ঠান		শিশু শ্রমিক		মোট মামলা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা	
	আরএমজি	অন্যান্য	মোট	%	মোট	%	মোট	%	মোট	%	মোট	মোট	%
২০১৫-২০১৬	১২৪	৮২২	৯৪৬	৭৪%	৭৭	৬%	১৮৮	১৫%	৬২	৫%	১,২৭৩	২৭৩	২১%
২০১৬-২০১৭	৬৯	৮৮২	৯৫১	৫৬%	৪২১	২৫%	২৮৩	১৭%	৩৪	২%	১,৬৮৯	৭৮১	৪৬%
২০১৭-২০১৮	৭২	৬৩৫	৭০৭	৫৩%	৪১০	৩০%	২১২	১৫%	৪১	৩%	১,১৭০	৮৪৪	৬২%
সর্বমোট	**২৬৫**	**২,৩৩৯**	**২,৯০**	**৬১%**	**৯০৮**	**২০%**	**৬৮৩**	**১৬%**	**১৩৭**	**৩%**	**৪,১৩২**	**১,৮৯৮**	**৪৩%**

মামলার সংখ্যা বাড়ার সাথে নিষ্পত্তিকৃত মামলার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ সালে মাত্র ২১% মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যেখানে ২০১৭-২০১৮ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৪৬%। আংশিক তথ্য (এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত) অনুযায়ী ২০১৮-১৯ সালে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৬৫% এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০.৪ দুর্ঘটনা ও ক্ষতিপূরণ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে, নিয়োগকারীগণ তাদের কর্মক্ষেত্রে যে কোনও দুর্ঘটনা এবং আঘাতের প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য দায়বদ্ধ। যাইহোক, এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে তদন্তের পূর্বে দূর্ঘটনাগুলি সর্ম্পকে জানতে DIFE কে প্রায়শই অন্যান্য বাহ্যিক উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়, ২০১৫-২০১৮ সালে, DIFE মোট ১,১৬৩ টি দুর্ঘটনার তথ্য প্রদান।

সারনী ৬. দুর্ঘটনা এবং আহতের সংখ্যা (২০১৫-২০১৮)

বছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আঘাতের ধরণ এবং আহত ব্যক্তির সংখ্যা		
		সামান্য	গুরুতর	মারত্মক
২০১৬-২০১৬	২১৪	১২৫	১৪	৭৫
২০১৬-২০১৭	৩৮১	২৮৬	৩০	৬৫
২০১৭-২০১৮	৫৬৮	৫০৯	২৩	৩৬
মোট:	১,১৬৩	৯২০	৬৭	১৭৬

দুর্ঘটনার সংখ্যার মধ্যে একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা ছিল যা দুর্ঘটনা রিপোর্টিং সিস্টেমের উপর আস্থা বৃদ্ধি বা দুর্ঘটনা প্রতিবেদন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে হতে পারে।

DIFE শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী সকল প্রতিবেদন দাখিল করা এবং আঘাতের জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছে। ২০১৫-২০১৮ সালে জন্য ১২ কোটি ২৪ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

চিত্র ২: শিল্প ও আঘাতের ধরণের ভিত্তিতে দুর্ঘটনা এবং আহতের সংখ্যা (২০১৫-২০১৮)

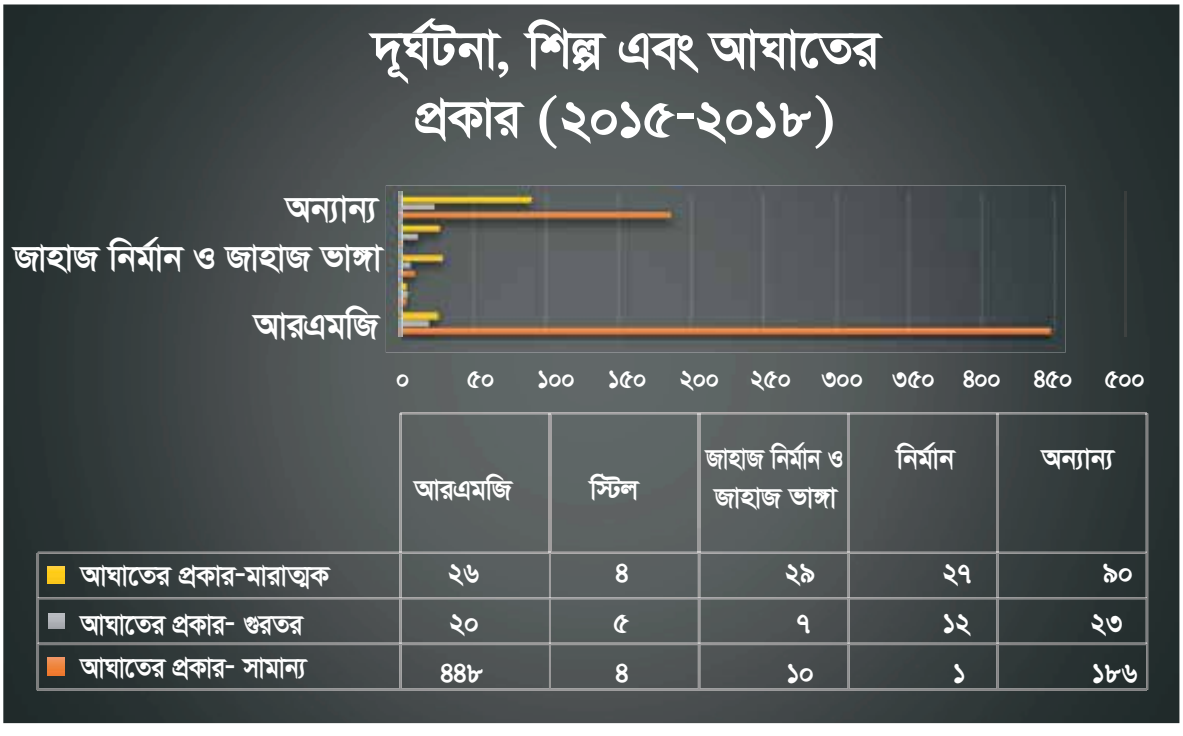

	আরএমজি	স্টিল	জাহাজ নির্মান ও জাহাজ ভাঙ্গা	নির্মান	অন্যান্য
আঘাতের প্রকার-মারাত্মক	২৬	৪	২৯	২৭	৯০
আঘাতের প্রকার- গুরতর	২০	৫	৭	১২	২৩
আঘাতের প্রকার- সামান্য	৪৪৮	৪	১০	১	১৮৬

২০১৫-২০১৮, সালের বেশিরভাগ আহতের তথ্য RMG সেক্টর হতে এসেছে (চিত্র ২), যা ILO, ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ, অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি সেইফটি প্রচারাভিযানের ফলে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে হতে পারে। যাইহোক, RMG সেক্টরে বেশিরভাগ জখম এবং সামান্য, তবে জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে সবচেয়ে মারাত্মক জখমের খবর পাওয়া যায়। নির্মাণ খাতেও প্রচুর সংখ্যক মারাত্মক জখমের খবর পাওয়া গেছে।

চিত্র ৩: আঘাতের ধরণ অনুযায়ী অনুপাত (২০১৫-২০১৮)

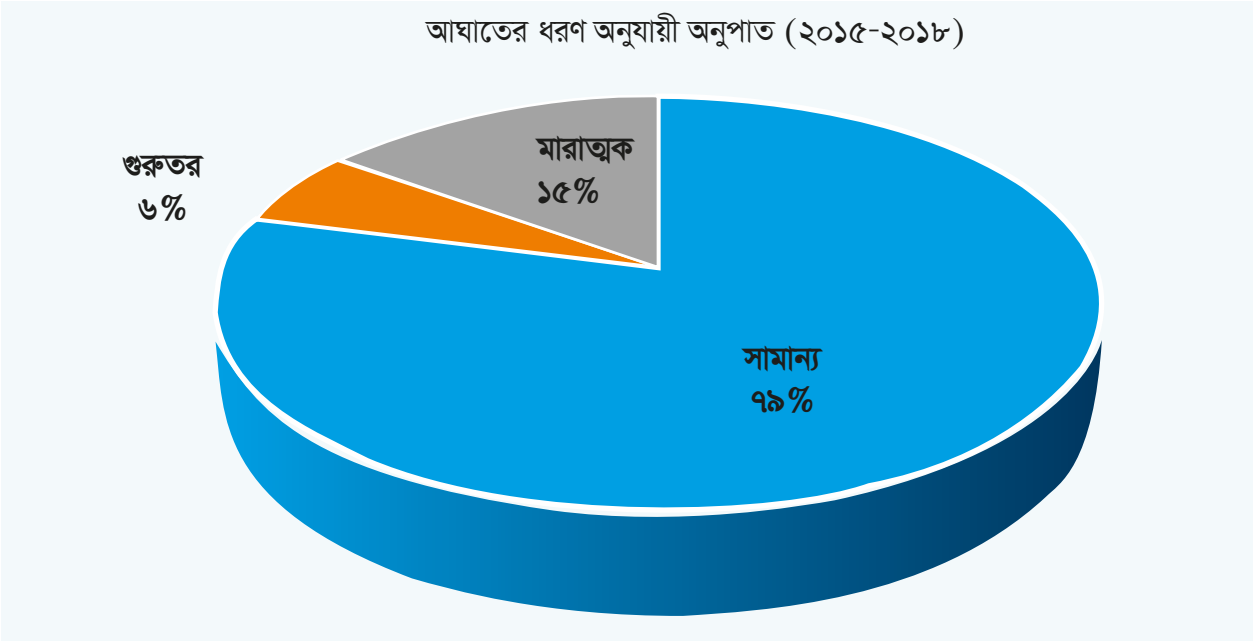

দুর্ঘটনা এবং জখমের উপর রিপোর্টিং উন্নত করার সুযোগ রয়েছে এবং DIFE, নিয়োগকারীদের প্রতিবেদন প্রেরণ করার সংস্কৃতি উন্নত করার চেষ্টা করছে। এই সুবিধার জন্য DIFE লিমার পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) মডিউলের অধীনে দুর্ঘটনা এবং আঘাতের প্রতিবেদনের একটি অনলাইন সিস্টেম তৈরি করছে এবং ২০২০ সালে দেশব্যাপী প্রচারাভিযানের মাধ্যমে এটি চালু করার পরিকল্পনা করেছে।

১০.৫ শিশুশ্রম সমস্যা

চিত্র ৪-এ অনুসারী, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শিশুশ্রম নিয়ে মোট ৯০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ সালে, শিশুশ্রম বিষয়ক ৬২টি মামলা, ২০১৭-২০১৮ সালে ৩৪টি মামলা এবং ২০১৮-২০১৯ সালে (এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত) ২৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র স্থানীয় RMG (দর্জি), হোসিয়ারি, রেস্টুরেন্ট, মুদ্রণ, এবং উইভিং সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

চিত্র ৪: শিশুশ্রম বিষয়ক মামলার সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

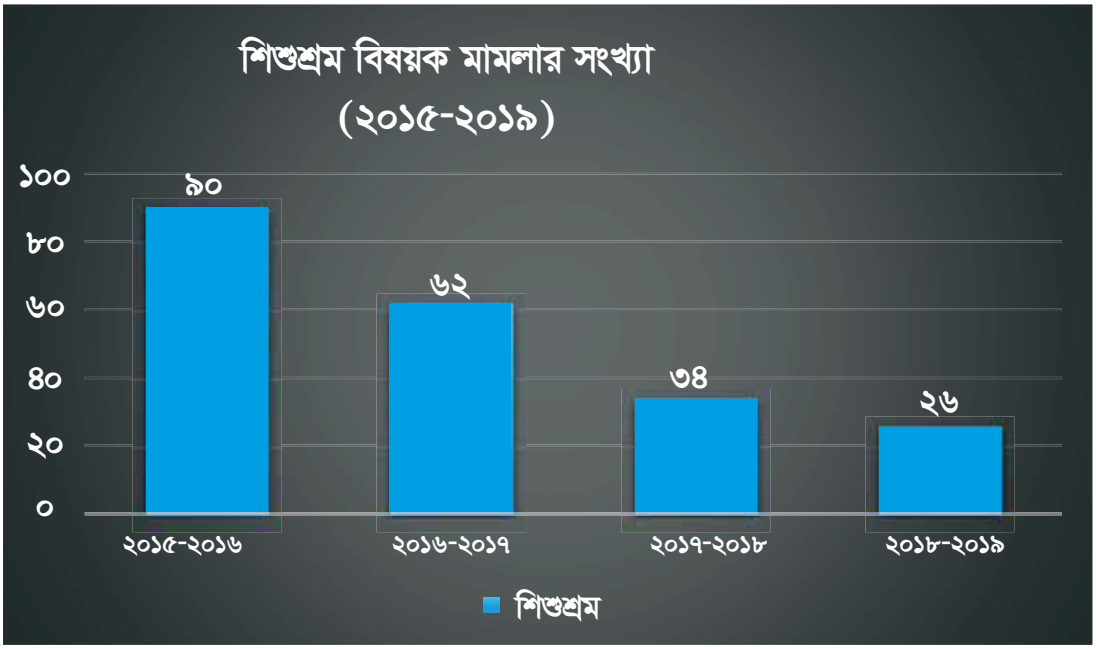

১০.৬ প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে, সকল নারী শ্রমিকরা নিয়োগকারীর কাছ থেকে মাতৃত্বকালীন সুবিধা (মজুরিসহ ১১২ দিনের ছুটি) পাওয়ার যোগ্য। DIFE বিভিন্ন সেক্টরের মহিলা কর্মীদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিধান কার্যকর করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

চিত্র ৫: মাতৃত্বকালীন সুবিধাভোগীদের সংখ্যা (২০১৭-২০১৮)

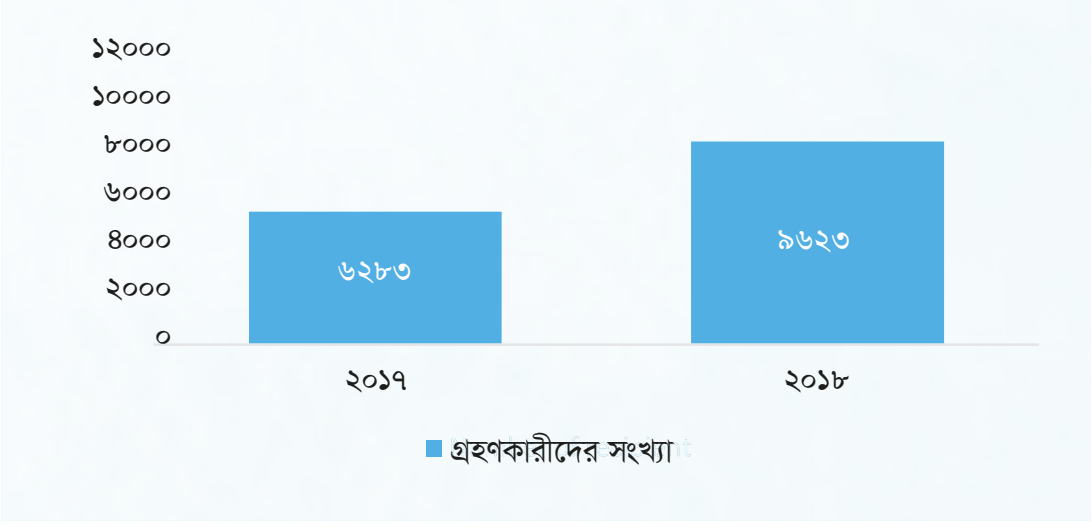

২০১৭ সাল থেকে, DIFE কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সুবিধাগুলি সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। ২০১৭ সালে মোট ৬,২৮৩ জন নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন সুবিধা পেয়েছেন। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৬২৩ জন।

চিত্র ৬: মাতৃত্বকালীন সুবিধার পরিমান (২০১৭-২০১৮)

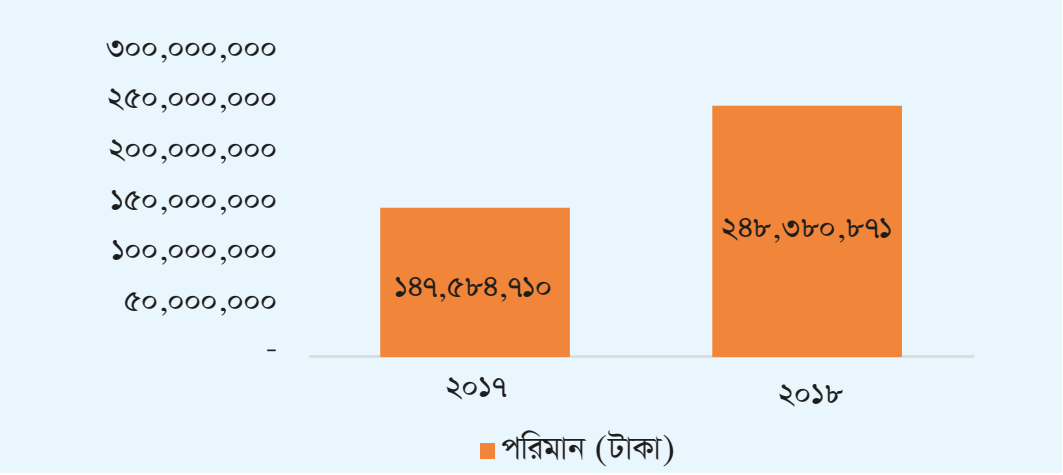

চিত্র: ৬ এ ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালে মাতৃত্বকালীন সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

১০.৭ শিশুকক্ষ (ডে কেয়ার) ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম আইন (BLA) ২০০৬ অনুসারে, ৪০ বা তার বেশি মহিলা কর্মী রয়েছে এমন কলকারখানাগুলিতে একটি শিশুকক্ষ থাকবে। DIFE নিয়মিত পরিদর্শনের সময় কলকারখানাগুলিতে শিশুকক্ষের বিধানগুলি পর্যবেক্ষণ করে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪,৭১৩টি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে তাদের কর্মীদের সন্তানদের জন্য শিশুকক্ষ রয়েছে বলে জানা গেছে। DIFE শিশুকক্ষ স্থাপন এবং সকল সুযোগ-সুবিধাসহ এটি চালানোর জন্য উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করে। এই প্রতিবেদন তৈরীর সময়ে DIFE দ্বারা মোট ৪,০৩৬ টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

১০.৮ সেইফটি কমিটি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী, যেসব কলকারখানায় ৫০ বা তার বেশি শ্রমিক রয়েছে তাদের অবশ্যই শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-তে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সেইফটি কমিটি গঠন ও তা কার্যকর করতে হবে। শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ সেইফটি কমিটির গঠন, কার্যপরিধি এবং দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৫ গ্রহণের পরে, সেইফটি কমিটিগুলি কার্যকর আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য DIFE সক্রিয় ভাবে কারখানাগুলিকে নিরীক্ষণ করে।

চিত্র: গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)

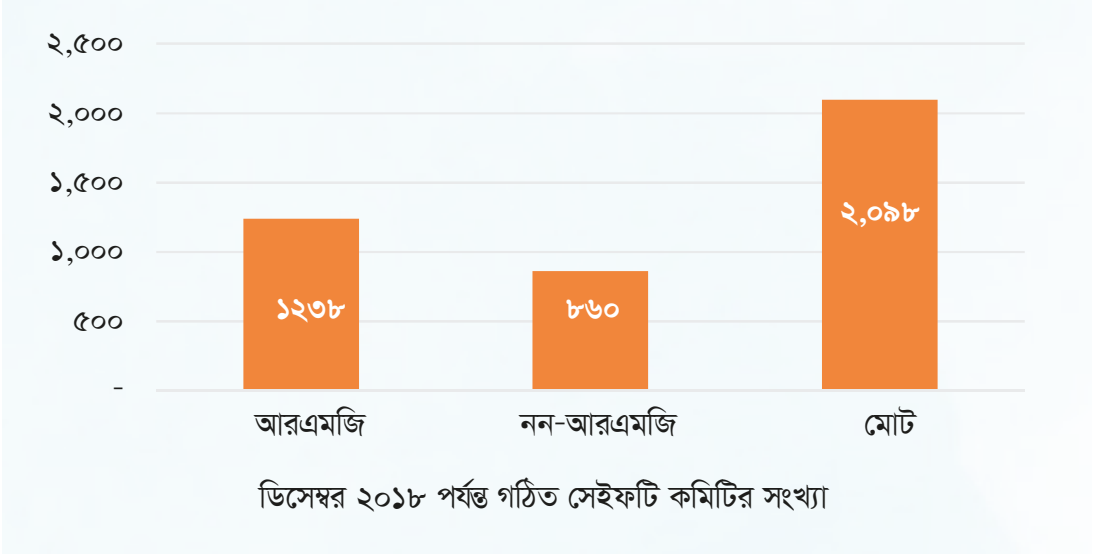

২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকারখানাগুলোতে মোট ২,০৯৮টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে, ১,২৩৮টি (৫৯%) RMG কলকারখানায় এবং বাকি ৮৬০টি (৪১%), নন-আরএমজি কলকারখানায় ছিল।

১০.৯ উদ্বুদ্ধকরণ সভা

DIFE শ্রম আইন, ২০০৬ এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য শ্রমিক এবং নিয়োগকারীর সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা চালু করেছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে উদ্বুদ্ধকরণ সভা চালু করা হয়েছিল এবং প্রতি বছর অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা বাড়ছে (চিত্র ৮)।

চিত্র ৮: DIFE আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা

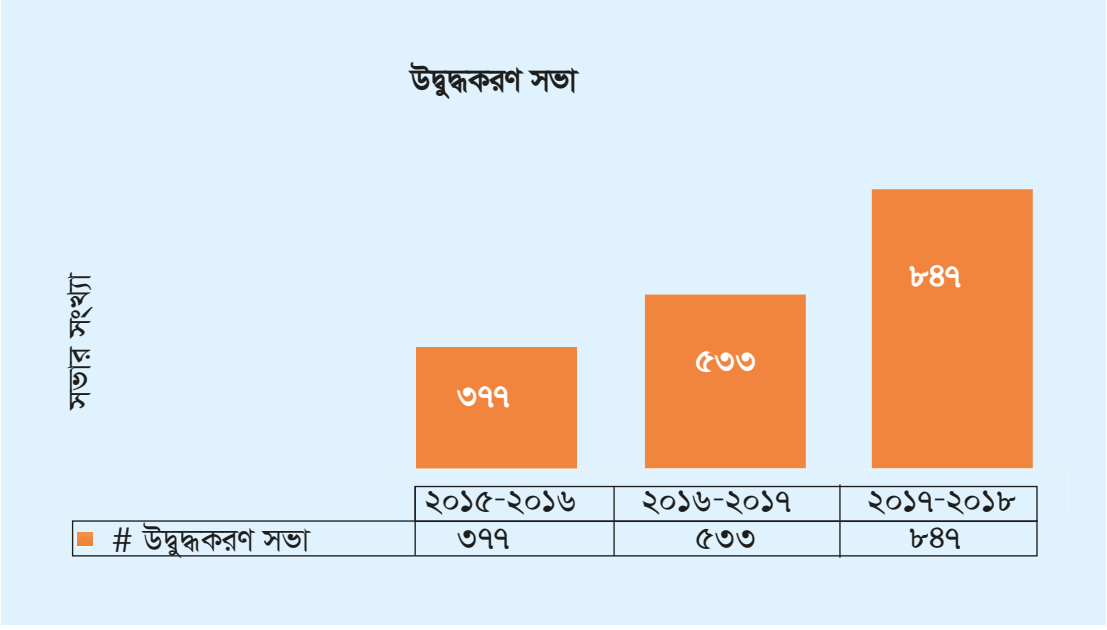

১০.১০ পরিদর্শন এবং পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) চালুর মাধ্যমে, দুর্ঘটনা এবং আঘাতের তথ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায় এবং পেশাগত দুর্ঘটনা, আঘাতের উপর বাস্তবসম্মত রিপোর্ট অনলাইনে পাওয়া যায়।[১৩]

[13] This report is accessible online via http://lima.dife.gov.bd/public-report/fatal-nonfatal.

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
শোভন কর্মপরিবেশ হোক সবার

একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)
শ্রমভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনী, বিজয়নগর,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

International Labour Organization
UKaid from the British people
Canada
Kingdom of the Netherlands